বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪ শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.dphe.gov.bd

CamScanner

www.dphe.gov.bd

CamScanner

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

www.dphe.gov.bd

মুখবন্ধ

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন উন্নত স্বাস্থ্য এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত। মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। সে ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ অর্থাৎ সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে এগিয়ে চলেছে। সে লক্ষ্যে ওয়াসার আওতাধীন অল্প কিছু এলাকা ব্যতীত সারা দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নত খাবার পানির উৎসের কভারেজ শতকরা ৯৮.৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার টেকসইভবে শতকরা ১ (এক) এর নিচে নেমে আসায় বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য রোল মডেল বলে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত। বর্তমানে শতকরা ৮৪.৬ ভাগ জনগণের জন্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬ এর আওতায় সরকারের অগ্রাধিকার সূচক 'শতভাগ জনগণকে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় খাবার পানি' এবং 'শতভাগ জনগণকে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন' বিবেচনায় দেশের অর্জন যথাক্রমে মাত্র শতকরা ৫৯ ভাগ ও ৩৯ ভাগ। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ ও ৬.২ অর্জনে আরও অনেক বেশি কাজ করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন উচ্চ জলাধার, পানি পরিশোধনাগার, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা স্থাপন এবং স্যানিটেশনের উন্নয়নে উন্নত টয়লেট, পয়ঃ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন, হাইজিন ও জেন্ডার সমতা নিয়ে বর্তমানে কাজ করে চলেছে। এছাড়া, তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ও সমন্বিত প্রয়োগে স্মার্ট বাংলাদেশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি স্থাপন করা হচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিনির্মাণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধ পরিকর।

এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচিতি, কর্মপরিধি এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রকৌঃ মো. সরোয়ার হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.০	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) পরিচিতি**	১
১.১	পরিচিতি ও পটভূমি	১
১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
১.৩	প্রধান কার্যক্রম / সেবাসমূহ	২
১.৪	নাগরিক সনদ (Citizen Charter)	৩
১.৫	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি	১০
২.০	**সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**	১১
২.১	অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)	১২
২.২	জনবল	১৩
২.৩	সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)	১৮
৩.০	**পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক আইন, নীতিমালা, স্ট্র্যাটেজি, ইত্যাদি**	১৯
৪.০	**আর্থিক তথ্য**	২২
৫.০	**চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি**	২৬
৫.১	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩৯
৫.২	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	৩৯
৫.৩	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	৪০
৫.৪	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪০
৫.৫	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৪১
৫.৬	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪১
৫.৭	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকারভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প	৪২
৫.৮	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরি সহায়তা প্রকল্প	৪২
৫.৯	জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	৪৩
৫.১০	হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	৪৩
৫.১১	উপকূলীয় জেলাসমূহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪৪
৬.০	**২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ**	৪৫
৬.১	পানি সরবরাহ	৪৫
	৬.১.১ গ্রামীণ পানি সরবরাহ	৪৫
	৬.১.২ পৌর পানি সরবরাহ	৪৬
	৬.১.৩ পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৪৭
৬.২	স্যানিটেশন কার্যক্রম	৪৭
	৬.২.১ গ্রামীণ ও পৌর স্যানিটেশন	৪৭
	৬.২.২ বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন	৪৯
৬.৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০

	৬.৪	পানির গুনগতমান পরীক্ষা কার্যক্রম	৫১
	৬.৫	জনসচেনতা বৃদ্ধি	৫২
	৬.৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি সেবাসমূহ	৫২
		৬.৬.১ মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রম	৫৩
	৬.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম	৫৪
		৬.৭.১ আর ও ভিত্তিক বসতবাড়ির জন্য ছোট আকারের আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট	৫৪
		৬.৭.২ উচ্চমাত্রার লবণাক্ততার জন্য ছোটো আকারের রিভার্স অসমোসিস ইউনিট	৫৫
		৬.৭.৩ পুকুরভিত্তিক আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ব্যবস্থা	৫৫
		৬.৭.৪ বসতবাড়ির বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রিফিল্ট্রেশন ইউনিট উদ্ভাবন	৫৬
		৬.৭.৫ পাড়াভিত্তিক রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম	৫৬
		৬.৭.৬ গ্রিড/সৌর শক্তি চালিত মাঝারি আকারের পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)	৫৭
		৬.৭.৭ এক/একাধিক ভেসেলযুক্ত আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট	৫৭
	৬.৮	জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম	৫৮
	৬.৯	ই-সেবাসমূহ	৫৯
৭.০	**মানব সম্পদ উন্নয়ন**		**৬১**
৮.০	**২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিশেষ সাফল্য**		**৬২**
	৮.১	সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৬২
	৮.২	গ্রামে শহরের সুবিধা প্রদান	৬২
	৮.৩	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন	৬৩
	৮.৪	প্রতিটি জেলায় পানি পরীক্ষাগারের সুবিধা	৬৩
	৮.৫	পৌরসভায় স্মার্ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা	৬৩
	৮.৬	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন	৬৪
৯.০	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**		**৬৬**
	৯.১	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ	৬৬
	৯.২	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৬৮
	৯.৩	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৬৯
	৯.৪	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৭০
	৯.৫	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৭১
	৯.৬	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৭১

১.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর পরিচিতি

১.১ পরিচিতি ও পটভূমি

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। দারিদ্র, শিশু মৃত্যু, অশিক্ষা, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনের লড়াইয়ে সাফল্যের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে কলেরা ও অন্যান্য মহামারিতে ব্যাপক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ সালে বাংলায় একটি স্যানিটারি কমিশন গঠনের মাধ্যমে উপমহাদেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সূত্রপাত হয়। সেসময় পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরে ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি ঢাকার শাসক নওয়াব খাজা আব্দুল গনি ১৮৭৪ সালে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদী হতে পাইপের মাধ্যমে পরিশোধিত পানি সরবরাহ চালু করেন। বাংলাদেশে আনুমানিক ১৯২৮ সালে প্রথমবারের মত নলকূপ স্থাপন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৩৬ সালে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর, যা ছিল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আদিরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহে এক ধরনের স্থবিরতা আসলেও স্থানীয় টেকনিশিয়ানদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং ১৯৪৫ সালে স্যানিটেশন সেবা ডিপিএইচইর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সরকার সংশোধিত পূর্নবাসন ও নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬০ এর দশকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল প্রকল্পগুলোর দায়ভার ডিপিএইচই বরাবর ন্যাস্ত করা হয়। তারপর ১৯৬০-৬৫ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিপিএইচই স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গ্রামীণ সরবরাহ প্রকল্পের প্রথম ধাপের লক্ষ্য (প্রতি ৪০০ জনে একটি টিউবওয়েল) ১৯৬৩ সালেই অর্জন করে। এ সময় ডিপিএইচই ইউনিসেফের সহায়তায় ল্যাট্রিন ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে ওয়াটার সিল ল্যাট্রিন বিতরণ করে। এর পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে কলেরা মহামারির প্রাদুর্ভাবে সুপেয় পানি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিনের জনস্বাস্থ্যগত গুরুত্ব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে নলকূপ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৮৫ হাজার । ঢাকা শহরের বাহিরে পাইপের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল; স্যানিটেশন কাভারেজ ছিল মাত্র ১ শতাংশের নিচে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। এর প্রেক্ষিতে ডিপিএইচই ১৯৭০ সালের ঘূর্নিঝড় পুর্নবাসন প্রকল্প ও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার অগভীর নলকূপ এবং ২১,৯০০ গভীর নলকূপ স্থাপন করে। ১৯৭০ ও ৮০-র দশকে কংক্রিট স্ল্যাবের ল্যাট্রিনে ভর্তুকি দেওয়া হলে স্যানিটেশন উন্নয়নের প্রচেষ্টা সুসংহত হয়। এ সময় গ্রামীণ স্যানিটারি প্রকল্পের আওতায় ডিপিএইচই প্রতিটি উপজেলায় সাশ্রয়ী ল্যাট্রিনের উপাদান সরবরাহ করা শুরু করে। ১৯৯০ সালে ডিপিএইচইর ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০০ টিতে। তারপর ১৯৯১ সালে ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ডিপিএইচই ইউনিসেফের সহযোগিতায় স্যোশাল মোবিলাইজেশন ফর স্যানিটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচিটিতে স্যানিটেশন শিক্ষার বিষয়টি যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন ধাপে ২০০০ সাল নাগাদ দেশের ৪৪ টি জেলায় বিস্তৃত হয়। এর পাশাপাশি স্যানিটেশন মাস ও স্কুল স্যানিটেশন কর্মসূচি ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়নের ফলে স্যানিটেশন সেক্টর গতি ফিরে পায়। তবে ১৯৯৩ সালে নলকূপে আর্সেনিক শনাক্ত হলে পানি সরবরাহ কাভারেজ ৯৭% থেকে ৭৪% এ নেমে আসে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে ডিপিএইচই বাংলাদেশ আর্সেনিক প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২০১৫ সালে এমডিজির লক্ষ্য পূরনের অংশ হিসেবে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ৩৫% থেকে ৬১% এ উন্নীত হয়। খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের হার ১% এর নিচে নেমে আসে যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। তাছাড়া উন্নত পানি সরবরাহ কভারেজ ৮১% এসে দাঁড়ায় এবং বাংলাদেশ এসডিজি যুগের ৩ বছর আগেই লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়। ২০০৫ সালে গৃহীত পানি সরবরাহ পরিকল্পনা ও দরিদ্র সহায়ক কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিপিএইচই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে, ফলে স্যানিটেশনে প্রবেশগম্যতা ও উন্নত পানি সরবরাহ কভারেজ ৯৮.৫% এ উন্নীত হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জনসংখ্যার ৩৯ শতাংশ নিরাপদভাবে পরিচালিত স্যানিটেশন পরিষেবা এবং ৫৯ শতাংশ নিরাপদভাবে পরিচালিত পানি সরবরাহ পরিষেবা ব্যবহার করছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে যথাক্রমে ৮০ ও ১০০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর।

১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো -

* পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসাসমূহের আওতাধীন এলাকা ব্যতীত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ড্রেনেজ, মানববর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
* নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনা।

১.৩ প্রধান কার্যক্রম / সেবাসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। এ অধিদপ্তর প্রধানত নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

* পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন/ উপজেলা পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
* শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
* পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
* আপদকালীন (বন্যা, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে ও বিভিন্ন জনসমাগম স্থানে জরুরি ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
* পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
* সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
* ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
* নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
* আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
* তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ:
* স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যেক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান;
* নিরাপদ খাওয়ার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্ল্যান (WSP) বাস্তবায়ন।
* স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে CWIS-FSM Support Cell এর মাধ্যমে শহরাঞ্চলে স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদানে 'শহরব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন' বাস্তবায়ন ও সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

১.৪ নাগরিক সনদ (Citizen Charter)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ওয়াসার আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত) সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকারিভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। নিম্নে প্রধান কার্যালয়ের নাগরিক সনদ দেওয়া হলো।

১. ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision) : জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ (Mission) : সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং জীবন মানের উন্নতি সাধন করা।

২. প্রতিশ্রুতি সেবা সমূহ

নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	ইউনিয়ন ভিত্তিক উপযুক্ত পানির উৎসের প্রযুক্তি নির্ধারণ।	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট ব্যবহার করে। (www.dphe.gov.bd)	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট ব্যবহার করে। (www.dphe.gov.bd) তথ্যবাতায়নের ই-সেবাসমূহ সেবা বক্সে।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	এ এইচ এম খালেকুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন (অফিস)-০২-৫৫১৩০৭১১ মোবাইল- ০১৯২১০৮৩০৯৩ ই-মেইল- ee.rnd@dphe.gov.bd
২	ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্থাপিত পানির উৎসের নমুনা পরীক্ষাকরণ।	আবেদন প্রাপ্তির পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেলে নিকট আবেদন	সাদা কাগজে পানির উৎসের ধরন, গভীরতা স্থাপনের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক পূর্ণাঙ্গ আবেদন এবং নমুনা পানি যথাযথ ভাবে সংগ্রহ এবং পরীক্ষাগারে প্রেরণ।	অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমাকরণ।	০৭ (সাত) কর্ম দিবস	ফিরোজ আলম চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন (অফিস)-০২-২২২২৯৩০৭৪ মোবাইল- ০১৭১৯১৯০১৫৭ ই-মেইল- se.wqmsc@@dphe.gov.bd
৩	পয়ঃ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি।	ওয়েবসাইট ব্যবহার করে (www.sanboard.gov.bd) ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশনের পয়ঃ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি পাওয়া।	ওয়েবসাইট (www.sanboard.gov.bd)	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	দিলরুবা ফারজানা নির্বাহী প্রকৌশলী (জরিপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন-০২-৫৫১৩০৫২৪ মোবাইল- ০১৮৪৬১৭৭৭৯০ ই-মেইল- ee.sir@dphe.gov.bd
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় কারিগরি সহায়তা প্রদান।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন পাওয়ার পর প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কারিগরি সহায়তা ও মতামত প্রদান	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সম্বলিত আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) দিন	মোঃ সাইফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন (অফিস)-০২-২২২২২২৪৮৫ মোবাইল- ০১৭১১০৩৩১১৫ ই-মেইল- se.gwc@dphe.gov.bd

নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫	বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান।	আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তরের মতামতের আলোকে।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তথ্য সম্বলিত আবেদন।	বিনামূল্যে/নির্ধারিত মূল্যে	কাজের ধরনের উপর নির্ভরশীল	প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন প্রধান প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ+৮৮০২৫৫১৩০৭৫২ মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪৯১৪৭ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd
৬	তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদান।	বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান।	১) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি বিধিমালার বিধি-৩ অনুযায়ী RTI কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন। ২) টাকা জমাদানের রশিদ; প্রাপ্তি স্থানঃ www.infocom.gov.bd অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dphe.gov.bd,	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি,তথ্য মূল্য নির্ধারণ ফি এবং রশিদের মাধ্যমে জমা প্রদান । (প্রতি পাতা ০২ টাকা হারে ও স্ক্যান কপি ০৫ টাকা হারে)	প্রতি তথ্যের জন্য ২০(বিশ) কর্মদিবস অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস	মোঃ শফিকুর রহমান প্রোগ্রামার এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (RTI), MIS unit পরিকল্পনা সার্কেল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ+৮৮০২৫৮৩১৩৮৯৬ মোবাইল :+৮৮ ০১৮১৯২৮৫০৯৬ ইমেইলঃ cddphe@yahoo.com
৭	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্স প্রদান।	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন পত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে জমা প্রদানের পর এনলিস্টমেন্ট কমিটি কর্তৃক গৃহীত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইয়ের পর বৈধ ঠিকাদারের তালিকা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে।	আবেদন ফরম, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স VAT/BIN (সত্যায়িতকপি) হালনাগাদ TIN (সত্যায়িত কপি সনদ পত্র ও প্রাপ্তি স্বীকার এর কপি), জনবল ও যন্ত্রপাতির তালিকা, জাতীয় পরিচয় পত্র (সত্যায়িত কপি), প্রতি ক্যাটাগরির জন্য ৩ কপি ছবি (সত্যায়িত), ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (হালনাগাদ), ব্যাংক স্টেটমেন্ট (নূন্যতম ব্যাংক স্থিতি) A=5.00 Lac, B=5.00 C=5.00 Lac, D=5.00 Lac একাধিক ক্যাটাগরীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ সামষ্টিকভাবে গণনা করা হবে। নাগরিকত্ব এর সনদপত্র (সত্যায়িত কপি), এফিডেবিট (৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে এফিডেবিট, প্রতি ক্যাটাগরীর জন্য আলাদা আলাদা মূল কপি), MICR পেঅর্ডার/ডিডি (প্রতি ক্যাটাগরির নতুন এর ক্ষেত্রে ৫০০০/- টাকা + ভ্যাট ১৫% ৭৫০/- টাকা। সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অফিস হতে সরকার নির্ধারিত ফি জমা প্রদান পূর্বক আবেদন পত্র সংগ্রহকরণ।	সরকার নির্ধারিত ফিঃ ১। আবেদন ফরমের (A.B.D) মূল্য প্রতি ক্যাটাগরী ৫০০/- টাকা। ২। MICR পে অর্ডার/ডিডি (প্রতি ক্যাটাগরীর নতুন এর ক্ষেত্রে ৫০০০/- টাকা + ভ্যাট ১৫% ৭৫০/- টাকা। ৩। নতুন ঠিকাদারী তালিকা ভূক্তির বই এর মূল্য বাবদ ১০০/= (একশত) টাকার মানি রিসিপ্ট।	৯০ (নব্বই) দিন	মোঃ রওশন আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন(অফিস)-০২-৫৫১৩০৭৪৩ মোবাইল- ০১৭১২১৪৮১০৪
৮	পৌর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা তথ্যাদি।	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট ব্যবহার করে। (https://dphe.nanoit.biz/) পৌরসভার পানি সরবরাহের যাবতীয় তথ্য যেমন প্রোডাকশন টিউবওয়েল, ওভারহেড ট্যাংক, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন, ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন, হাউজ কানেকশন ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে।	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট ব্যবহার করে। (https://dphe.nanoit.biz/) তথ্য বাতায়নের ই- সেবাসমূহ সেবা বক্সে।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	মোঃ শফিকুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন-০২-৫৫১৩০৫২৮ মোবাইল- ০১৭৩৫৪৫৭৬৭৬ ই-মেইল- ee.gwd@dphe.gov.bd

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বিদেশ ভ্রমণ অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর জিও জারি করা হয়।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২। বিদেশে কোনো কর্মশালা, সেমিনার বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে Invitation (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। চিকিৎসার সনদ ৪। পাসপোর্ট এর ফটোকপি। প্রাপ্তি স্থানঃ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.dphe.gov.bd	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন প্রধান প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫২ মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪৯১৪৭ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd
২	প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ /বিভাজন অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়করণ ।	ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব । খ) সংলগ্নী ৪ ও ৫ পূরণ পূর্বক এবং প্রকল্প পরিচালক এর অনুমতি ক্রমে ছাড় করণ।	১) সংলগ্নী- ৪,৫,৩০ এবং ৪৫পূরণ পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর; ২) উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১২। প্রাপ্তিস্থানঃ অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট https://mof.gov.bd	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৩	চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি Contract Management System (CMS) সফটওয়্যার	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট (www.dphe.gov.bd) ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে ঠিকাদারের তথ্যাদি যাচাই এবং অটো-জেনারেটেড অভিজ্ঞতা সনদ যাচাই। এই তথ্যগুলো শুধুমাত্র DPHE –তে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ ব্যবহার করতে পারেন।	সেবা গ্রহণকারীর নিকট হতে আবেদন পত্র।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্মদিবস	ডালিলা আফরোজ নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিজাইন বিভাগ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +০২-৯৩৪৩৩৭১ মোবাইল-০৮৪৩৩৩৩৪২৯ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd
৪	পানির উৎস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট ব্যবহার করে (https://wpms.dphe.online) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত ঘরে পানির উৎস/নলকূপ স্থাপন কাজের তথ্য সংরক্ষণ ও হস্তান্তর সার্টিফিকেট প্রদান। এই তথ্যগুলো শুধুমাত্র DPHE –তে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ ব্যবহার করতে পারেন।	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট ব্যবহার করে (https://wpms.dphe.online) তথ্য বাতায়নের ই-সেবা সমূহ সেবা বক্সে।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	ডালিলা আফরোজ নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিজাইন বিভাগ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +০২-৯৩৪৩৩৭১ মোবাইল- ০৮৪৩৩৩৩৪২৯ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজের তথ্য ব্যবস্থাপনা	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি মনিটর করা হয়। (শুধুমাত্র DPHE –তে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলীদের ব্যবহারের জন্য)	অধিদপ্তরীয় ওয়েবসাইট (https://grammeenpani.dphe.online/accounts/login) তথ্য বাতায়নের ই-সেবাসমূহ সেবা বক্সে।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	মোঃ আনোয়ারুজ্জামান উপ-প্রকল্প পরিচালক সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল- ০১৭৫৪৮৪৭৭৮৮ ইমেইলঃ engranower@gmail.com

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অসধারণ ছুটি অর্জিত ছুটি ও চিকিৎসা ছুটি	ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনকারী হতে প্রাপ্ত ছুটির আবেদনের (যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে) প্রেক্ষিতে যাচিত ছুটি অনুমোদন।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন প্রাপ্তিস্থান : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট। www.dphe.gov.bd	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্ম দিবস	মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন নির্বাহী প্রকৌশলী (সংস্থাপন) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫১ মোবাইল- ০১৭২৭২৬২০৭৪ ইমেইলঃ e.establishment@dphe.gov.bd
২	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরি	স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জিও জারি করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. বিদেশে কোন কর্মশালা বা সেমিনার বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে Invitation (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ; ৩.অর্জিত (বহিবাংলাদেশ) ছুটির ক্ষেত্রে ছুটি প্রাপ্যতার সনদ। ৪. বিগত ১(এক) বছরে বিদেশ ভ্রমণ বিবরণী; ৫. চিকিৎসা সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. পাসপোর্টের ছবি প্রাপ্তিস্থান : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট। www.dphe.gov.bd	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্ম দিবস	প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন প্রধান প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫২ মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪৯১৪৭ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩	দাপ্তরিক পাসপোর্ট করার লক্ষ্যে (NOC) অনাপত্তি পত্র সনদ প্রদান (গ্রেড ৩-৭ পর্যন্ত)	ওয়েব সাইটে আপলোড করনের মাধ্যমে	নির্ধারিত ফরম পূরণ করে। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন প্রধান প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫২ মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪৯১৪৭ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd
৪	দাপ্তরিক পাসপোর্ট করার লক্ষ্যে (NOC) অনাপত্তি পত্র সনদ প্রদান (গ্রেড ৯-২০ পর্যন্ত)	ওয়েব সাইটে আপলোড করনের মাধ্যমে	নির্ধারিত ফরম পূরণ করে। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন নির্বাহী প্রকৌশলী (সংস্থাপন) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫১ মোবাইল- ০১৭২৭২৬২০৭৪ ইমেইলঃ e.establishment@ dphe.gov.bd
৫	সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অগ্রিম মজুরি	নির্ধারিত ফরমে সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণীসহ আবেদনের ভিত্তিতে অগ্রিম মঞ্জুর	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২.সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণীর মূল কপি। প্রাপ্তিস্থান : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট। www.dphe.gov.bd	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	
৬	লাম্প গ্র্যান্ট অবসর ও পি.আর.এল	আবেদন পর্যালোচনা পূর্বক লাম্প গ্র্যান্ট অবসর ও পিআরএল মঞ্জুর	১. আবেদন ২. ছুটির প্রাপ্যতা প্রাপ্তিস্থান : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট। www.dphe.gov.bd	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্ম দিবস	
৭	আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুর	নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা পূর্বক আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুর	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. পিআরএল অনুমোদনের আদেশ ৩. এলপিসি ৪. বৈধ উত্তরাধিকার ঘোষণাপত্র ৫. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ৬. না-দাবী পত্র প্রাপ্তিস্থানঃ উক্ত কাগজপত্রাদি সেবা গ্রহীতা নিজ কর্তৃক এবং কর্মস্থল থেকে সংগ্রহ করতে হবে।	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্ম দিবস	প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন প্রধান প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫২ মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪৯১৪৭ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd
৮	ক) বহিঃবাংলাদেশ (অর্জিত/শিক্ষা) ছুটি মঞ্জুর। খ) লিয়েন মঞ্জুর/লিয়েন বর্ধিতকরণ মঞ্জুর।	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ অনুযায়ী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিস্পত্তি করে সরকারি আদেশ জারি।	১. সাদা কাগজে আবেদন। ২. নির্ধারিত ফর্ম(বাংলাদেশ ফরম নম্বর ২৩৯৫) ৩. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। ৪. ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ণ। ৫. অফার লেটার। ৬. লিয়েন শেষে দেশে ফিরে আসার অঙ্গিকারনামা।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্ম দিবস	

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯	উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেষণ অনুমোদন।	সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে সরকারি আদেশ জারি।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ ১) সাদা কাগজে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত আবেদন	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্ম দিবস	প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন প্রধান প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৫২ মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪৯১৪৭ ইমেইলঃ ce@dphe.gov.bd
১৪	অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের জন্য শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র/ ডে-কেয়ার সেবা।	১। ০৭ মাস বয়স থেকে ০৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত লালন-পালন করা । ২। ইনডোর খেলাধূলা ও চিত্ত বিনোদন সুবিধা প্রদান । ৩। শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কেন্দ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। ৪। ৪-৬ বছর বয়সের শিশুদের ছবি দেখে অক্ষরজ্ঞান ও ছবি আঁকা শেখানো।	শিশু ভর্তির জন্য শিশু এবং অভিবাবকের প্রত্যেকের দুই ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি , শিশুর জন্ম সনদ, অভিবাবকের অফিসিয়াল আইডি কার্ড এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি সহ (সত্যায়িত কপি) নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ডে-কেয়ার অফিসারের নিকট হতে আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে।	শিশুর উপস্থিতি ও খরচের চাহিদা ভেদে অভিভাবকবৃন্দ কর্তৃক মাসিক চাঁদা নির্ধারণ করা হয় এবং মাসিক চাঁদা সংশ্লিষ্ট ডে-কেয়ার অফিসারের নিকট পরিশোধ করতে হয়।	আসন খালি থাকা সাপেক্ষে আবেদনের সাথে সাথেই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশু ভর্তি করা হয়। সরকারি কর্ম দিবসের সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পযন্ত শিশুদের সেবা প্রদান করা হয়।	মোঃ রওশন আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ঢাকা সার্কেল) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮০২৫৫১৩০৭৪৩ মোবাইল- ০১৭১২১৪৮১০৪ ইমেইলঃ se.dhaka@ dphe.gov.bd

৩) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা:

জেলা পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়সমূহের সিটিজেন্স চার্টার সংশ্লিষ্ট জেলা ওয়েব পোর্টালে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

৪) সেবা গ্রহীতার কাছে সেবা প্রদানকারীর প্রত্যাশা:

সেবাগ্রহীতার কাছে সেবাপ্রদানকারীর প্রত্যাশা নিম্নরূপ।

- স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান করা
- যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
- সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
- অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা
- প্রয়োজনমতো অন্যান্য তথ্যাদি প্রদান করা

৫) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

কোন নাগরিক কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেলে বা সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে পর্যায়ক্রমে তিনি কোন কর্মকর্তার নিকট এবং কিভাবে যোগাযোগ করবেন তা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)-এ নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করতে হবে :

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিস্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	এহতেশামুল রাসেল খান অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোনঃ +৮৮ ০২ ৯৩৫০১৬৫ মোবাইল :+৮৮ ০১৫৫৬৩৭৭৩২০ ই-মেইলঃ se.fsdc@dphe.gov.bd	৩০ কার্য দিবস
২.	অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী যুগ্ম সচিব (পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা) ফোন (অফিস) ০২-৫৫১০০৮৭২ মোবাইল : ০১৭১১১৫২৩২৮ ই-মেইলঃ psbr@lgd.gov.bd	২০ কার্য দিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার,মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা। ওয়েব সাইট- www.grs.gov.bd	৬০ কার্য দিবস

১.৫ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলিঃ

বিভিন্ন সময়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি নিম্নরূপ।

সাল	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
১৯২৪	- ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং প্রধান কাজ ছিল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
১৯৩৬	- হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রজেক্ট শুরু হয়।
১৯৪১	- এয়ার রেইড ফ্রিকশন টিউবওয়েলস (HTW) প্রজেক্ট শুরু হয়।
১৯৪৫	- দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী টিউবওয়েল প্রজেক্ট শুরু হয়।
১৯৪৭	- ডিপিএইচই (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
১৯৪৭	- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্থাপন করে।
	- গ্রামীণ এলাকায় হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রোগ্রাম চালু করে।
	- ঢাকা শহরের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন (Sewerage System) চালু করে।
১৯৫৮	- ঢাকা শহরের জন্য Storm Water Drainage চালু করে।
১৯৬৩	- ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা জন্মলাভ করে।
	- উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) চালু এবং Deep Set Pump প্রযুক্তি চালু হয়।
১৯৬৪	- হ্যান্ড টিউবওয়েল প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। রুরাল স্যানিটেশনের উপর পাইলট প্রজেক্ট নেয়া হয়।
১৯৭২	- যুদ্ধ পরবর্তী গ্রামীণ পানি সরবরাহের দায়িত্ব ডিপিএইচই-কে প্রদান করা হয়।
	- ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
	- জেলা শহরের জন্য পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প শুরু করা হয়।
১৯৭৩	- পানি দূষণ প্রতিরোধ সেল (Water Pollution Control Cell) গঠন করা হয়।
১৯৭৮	- ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।
১৯৮০	- বিভাগীয় শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কার্যক্রম শুরু করে।
১৯৮৩	- উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পানি সরবরাহ কার্যক্রমের সূচনা হয়।
১৯৮৭	- রাজশাহী ওয়াসা সৃষ্টি হয়।
১৯৯৩	- নতুন ৪২ টি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করা হয়।
১৯৯৩	- পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জোনাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৯৬	- বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মানের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরির লক্ষ্যে কম্পিউটার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।
২০০৮	- খুলনা ওয়াসা জন্মলাভ করে।
২০০৯	- উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্ট করা হয়।
২০১২	- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বপ্রথম লক্ষীপুর পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাডার পদ ১৩৬ এ উন্নীত হয়।
২০১৪	- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
২০১৭	- বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে জরুরি সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা শুরু করে।
২০১৮	- শতভাগ ক্রয়কার্য সম্পাদন অনলাইনে ইজিপির মাধ্যমে সম্পাদন করা শুরু হয়।
২০১৯	- স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হন।
২০২০	- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে। এসডিজি ৬.২ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে CWIS-FSM Support Cell স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে ওয়াশ সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে সমন্বয় করে শহরাঞ্চলে স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদানে 'শহরব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন' বাস্তবায়নে প্রবর্তনে নেতৃত্ব প্রদান করা শুরু করে।
২০২২	- পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষ জনবল নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত ৭১৮৫ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫৬২৪ জন জনবল নিয়োজিত আছে।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ (তিন) জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানিসম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ১০ (দশ) টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ) সার্কেলের প্রতিটিতে ১ (এক) জন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী-প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকের আওতায় কাজ করেন উপ- প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। এছাড়াও এ অধিদপ্তরে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, হাইড্রোজিওলজিস্ট, প্রোগ্রামার, রসায়নবিদ সহ বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন জনবল রয়েছে।

২.১ অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দের অধিক্ষেত্র এলাকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নিয়ন্ত্রণকারী		অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)
১।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)	১।	পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার সার্কেল, ঢাকা।
		৩।	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল, ঢাকা।
২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল।
		২।	ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল।
৩।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)	১।	জোনাল সার্কেল সমূহ। (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ)
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল)	১।	পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
		২।	প্রোগ্রাম অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন ডিভিশন, ঢাকা।
		৩।	এমআইএস ইউনিট, ঢাকা।
		৪।	জিআইএস ইউনিট, ঢাকা।
		৫।	প্রশিক্ষণ বিভাগ, ঢাকা।
৫।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভান্ডার সার্কেল), ঢাকা।	১।	কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার বিভাগ, চট্টগ্রাম।
		৩।	ভান্ডার বিভাগ, খুলনা।
৬।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলিটি স্টাডি অ্যান্ড ডিজাইন সার্কেল), ঢাকা।	১।	জরীপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ, ঢাকা।
		২।	ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা।
৭।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল), ঢাকা।	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ, ঢাকা।
		২।	মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ, ঢাকা।
		৩।	আর্সেনিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা।
		৪।	গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা।
৮।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল), ঢাকা।	১।	কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি।
		২।	২৩ টি জোনাল ল্যাবরেটরি
		৩।	৪০ টি জেলা পরীক্ষাগার

২.২ জনবল

এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম রাজস্ব ও আউটসোর্সিং মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা ৭১৮৫ টি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব (স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম অস্থায়ী রাজস্ব) খাতের পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির মঞ্জুরীকৃত মোট সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রঃ নং	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	শূন্য পদসংখ্যা
১	১ম শ্রেণি-৬১৪	২৫৪	৩৬০
২	২য় শ্রেণি-৭৫২	৫৯৫	১৫৭
৩	৩য় শ্রেণি-১১৭৭	৮২২	৩৫৫
৪	৪র্থ শ্রেণি-৪৬৪২	৩৯৫৩	৬৮৯
সর্বমোট	৭১৮৫	৫৬২৪	১৫৬১

এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মোট ৫৭৩৩টি পদ রয়েছে যার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১	প্রধান প্রকৌশলী	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	১
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০---৭১৫৩০-৭৪৪০০	৩
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	টাকা ৫০০০০-৫২০০০---৬৮৪৬০-৭১২০০	১৫
৪	প্রধান রসায়নবিদ	টাকা ৫০০০০-৫২০০০---৬৮৪৬০-৭১২০০	১
৫	উপ-পরিচালক	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	১
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৭৭
৭	সিনিয়র রসায়নবিদ	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	২৪
৮	সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	১
৯	প্রোগ্রামার	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---৬৩৮১০-৬৭০১০	২
১০	রসায়নবিদ	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---৬৩৮১০-৬৭০১০	৪২
১১	সিনিয়র ব্যাকটেরিওলজিস্ট	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---৬৩৮১০-৬৭০১০	০১
১২	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---৬৩৮১০-৬৭০১০	৭০
১৩	সোশ্যাল ডেভেলেপমেন্ট অফিসার	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---৬৩৮১০-৬৭০১০	০৯
১৪	সহকারী পরিচালক (GIS/MIS)	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---৬৩৮১০-৬৭০১০	০২
১৫	সিনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০---৬০৩৯০-৬৩৪১০	০৩

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১৬	লিগ্যাল অফিসার	টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০---৬০৩৯০-৬৩৪১০	০১
১৭	সিনিয়র রসায়নবিদ	টাকা ২৩০০০-২৪১৫০---৫২৮২০-৫৫৪৭০	০১
১৮	জুনিয়র রসায়নবিদ	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	৬৩
১৯	জুনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০৪
২০	জুনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০৩
২১	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০২
২২	ব্যাকটেরিওলজিস্ট	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০১
২৩	ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০১
২৪	সহকারী প্রকৌশলী	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	২৮৪
২৫	সহকারী প্রোগ্রামার	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০১
২৬	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	টাকা ২২০০০-২৩১০০---৫০৫৩০-৫৩০৬০	০১
	প্রথম শ্রেণি মোট =		৬১৪
২৭	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৫২৭
২৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০১
২৯	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক)	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০২
৩০	প্রধান প্রাক্কলনিক	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০৬
৩১	প্রাক্কলনিক/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০২
৩২	প্রাক্কলনকি	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৬৬
৩৩	প্রধান ড্রাফটসম্যান	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৫
৩৪	ড্রাফটসম্যান	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৫৩
৩৫	ওভারসিয়ার	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০১
৩৬	টেকনিক্যাল সুপারভাইজার	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০২
৩৭	সুপারভাইজার	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০১
৩৮	সুপারভাইজারি টেকনিশিয়ান	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০৪

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
৩৯	মাস্টার ড্রিলার	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০২
৪০	নমুনা বিশ্লেষক	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৭৭
৪১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০১
৪২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০১
৪৩	সহকারী নারী উন্নয়ন কর্মকর্তা	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০১
	দ্বিতীয় শ্রেণি মোট =		৭৫২
৪৪	ফোরম্যান(যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক)	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০---২৮৭৯০-৩০২৩০	২
৪৫	সহকারী মাস্টার ড্রিলার	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০---২৮৭৯০-৩০২৩০	৩
৪৬	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	টাকা ১১০০০-১১৫৫০---২৫৩২০-২৬৫৯০	১৩
৪৭	কম্পিউটার অপারেটর	টাকা ১১০০০-১১৫৫০---২৫৩২০-২৬৫৯০	১৫
৪৮	অডিটর	টাকা ১১০০০-১১৫৫০---২৫৩২০-২৬৫৯০	০১
৪৯	নমুনা সংগ্রাহক	টাকা ১১০০০-১১৫৫০---২৫৩২০-২৬৫৯০	১২৪
৫০	প্রধান সহকারী	টাকা ১১০০০-১১৫৫০---২৫৩২০-২৬৫৯০	৪৩
৫১	উচ্চমান সহকারী	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	৪৬
৫২	হিসাব রক্ষক/ উচ্চমান সহকারী	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	৬৮
৫৩	হিসাব রক্ষক	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	১৮
৫৪	স্টেনো-টাইপিষ্ট	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	০১
৫৫	গুদাম রক্ষক	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	০২
৫৬	পরিসংখ্যান সহকারী	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	০২
৫৭	গবেষণা সহকারী	টাকা ১০২০০-১০৭১০---২৩৫০০-২৪৬৮০	০১
৫৮	টেকনিশিয়ান	টাকা ৯৭০০-১০১৯০---২২৩৭০-২৩৪৯০	০৪
৫৯	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	৫৯৫
৬০	ইলেক্ট্রিশিয়ান	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	০২
৬১	ক্যাশিয়ার	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	৭১

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
৬২	ট্রেসার	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	০৪
৬৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	১৭
৬৪	ড্রাইভার	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	৭৪
৬৫	ব্যক্তিগত সহকারী	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	০১
৬৬	সার্ভেয়ার	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	০২
৬৭	হিসাব সহকারী	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	১৩
৬৮	হিসাব সহকারী/এল.ডি.এ	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---২১৪১০-২২৪৯০	৩০
	তৃতীয় শ্রেণি মোট =		১১৫২
৬৯	পাম্প চালক	টাকা ৯০০০-৯৪৫০---২০৭৬০-২১৮০০	১৩
৭০	মেকানিক	টাকা ৯০০০-৯৪৫০---২০৭৬০-২১৮০০	১৯৭৩
৭১	টিউবওয়েল মেকানকি	টাকা ৯০০০-৯৪৫০---২০৭৬০-২১৮০০	০৫
৭২	নলকূপ মেকানিক	টাকা ৯০০০-৯৪৫০---২০৭৬০-২১৮০০	১২
৭৩	ক্যাশ সরকার	টাকা ৮৮০০-৯২৪০---২০২৯০-২১৩১০	০২
৭৪	লিফট ম্যান	টাকা ৮৮০০-৯২৪০---২০২৯০-২১৩১০	০১
৭৫	প্লাম্বার	টাকা ৮৮০০-৯২৪০---২০২৯০-২১৩১০	০১
৭৬	হেলপার	টাকা ৮৮০০-৯২৪০---২০২৯০-২১৩১০	০১
৭৭	মেশিন অপারেটর	টাকা ৮৮০০-৯২৪০---২০২৯০-২১৩১০	০৩
৭৮	ডেসপ্যাচ রাইডার	টাকা ৮৫০০-৮৯৩০---১৯৫৯০-২০৫৭০	০১
৭৯	ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অপারেটর	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৪
৮০	সহকারী পাম্প চালক	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৮
৮১	বার্তা বাহক	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৪
৮২	লাইনম্যান	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৬

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
৮৩	লাইনম্যান/প্লাম্বার	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৩
৮৪	অফিস সহায়ক	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	৬৫৭
৮৫	পরীক্ষাগার ক্লিনার	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০২
৮৬	ক্লিনার/ল্যাব ক্লিনার	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৪
৮৭	গার্ড/ক্লিনার	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	০৭
৮৮	নিরাপত্তা প্রহরী	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---১৯০৫০-২০০১০	৫০৮
৪র্থ শ্রেণি মোট =			১৪৫২
১ম+২য়+৩য়+৪র্থ শ্রেণির মোট পদসংখ্যা			৭১৮৫

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram):

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) নিচে দেওয়া হলো -

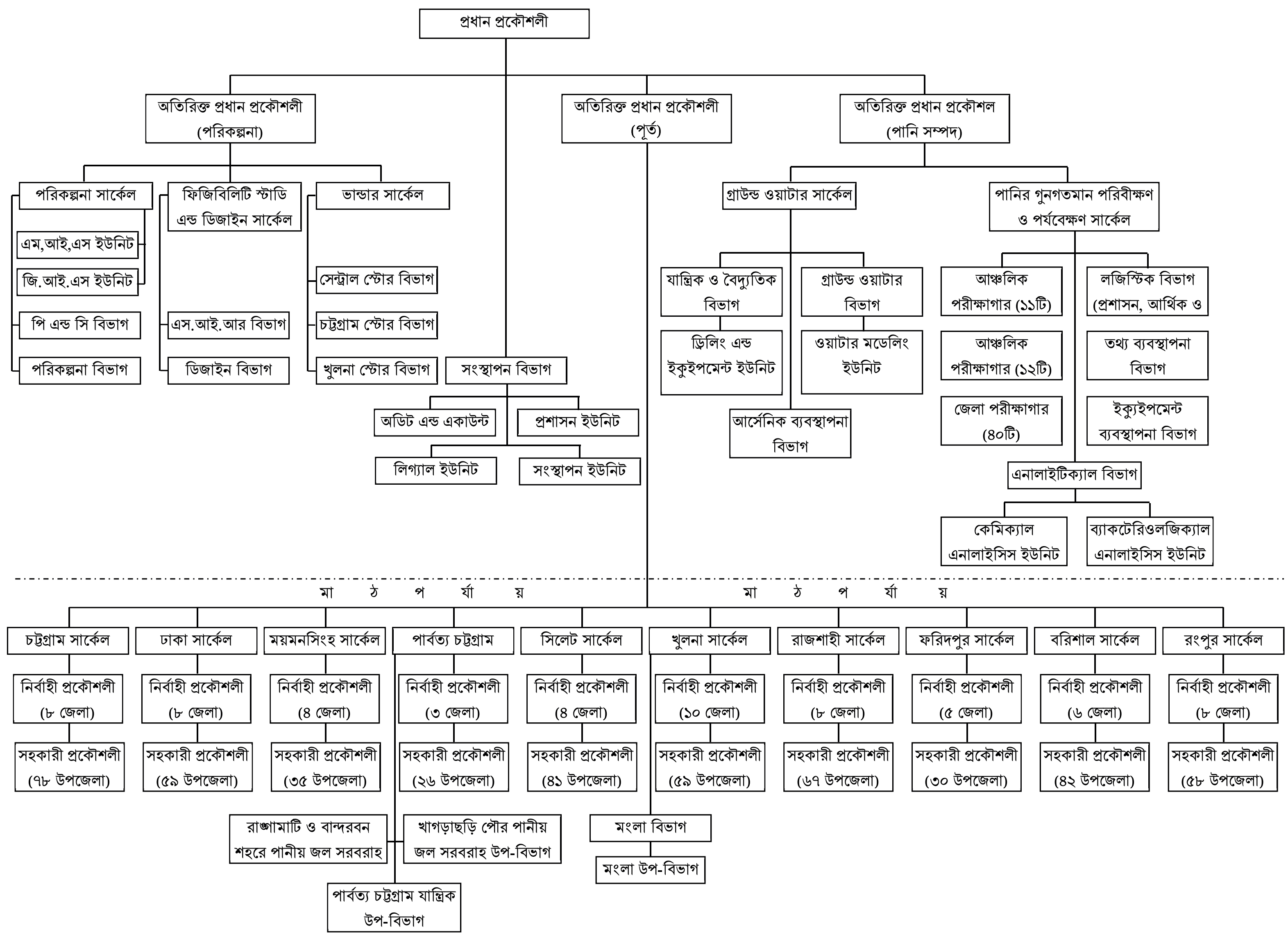

৩.০ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক আইন, নীতিমালা, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। 'পানি বিধিমালা, ২০১৮' তে সুপেয় পানি, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় চাহিদা, পানি প্রাপ্তির সীমা ও পানি উৎসের দূরত্ব সংক্রান্ত নির্দেশনা, পানি বণ্টন ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য আর্থিক ও আইনি কাঠামোর অধীন পানির মূল্য নির্ধারণ, পানির ধারক স্তরের সর্বনিম্ন আহরণ সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়াদি বাস্তবায়ন সহজীকরন করা হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে দরিদ্র সহায়ক কৌশল পত্র, ২০১৯ হালনাগাদকরণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮ এ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতাহারে উল্লেখিত লক্ষ্য 'আমার গ্রাম আমার শহর' ধারণার আলোকে গ্রাম-অঞ্চলে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শহর ও গ্রামীণ পর্যায়ে সকল নাগরিকের নিকট নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১, পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল ২০২০, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০, পানি সরবরাহে আর্সেনিক নিরসন পরিকল্পনা ২০১৮ প্রভৃতি অন্যতম। 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০', 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' প্রভৃতি জাতীয় পরিকল্পনাতেও পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১৯৯৮ সালে প্রণীত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা হালনাগাদের কাজ চলমান আছে যার আওতায় ইতোমধ্যে 'গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং এর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত সমস্যাগুলো নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। এসকল নীতিমালার আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

নিম্নে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আইন, নীতিমালা, স্ট্র্যাটেজির নাম ও প্রকাশনার তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নীতিমালার নাম	প্রকাশনার তারিখ
১	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, পল্লী অঞ্চল	জুন, ২০২২
২	কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩	
৩	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা	আগষ্ট ২০২১
৪	জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ২০২১	মে, ২০২১
৫	জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, পরিমার্জিত হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১	মে, ২০২১
৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০ (সিটি কর্পোরেশন)	মে, ২০২১
৭	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (পৌরসভা)	মার্চ ২০২০
৮	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (পল্লী অঞ্চল)	মার্চ ২০২০
৯	বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল	জুন ২০২০
১০	জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা	জানুয়ারী ২০২০
১১	National Vetting Guidelines For Water Supply and Sanitation Sub-sector Bangladesh	জুন ২০১৯
১২	পানি সরবরাহে আর্সেনিক নিরসনের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (IPAM-WS)	জুলাই ২০১৮

ক্রমিক নং	নীতিমালার নাম	প্রকাশনার তারিখ
১৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (মেগাসসিটি ঢাকা)	অক্টোবর ২০১৭
১৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (সিটি কর্পোরেশন)	অক্টোবর ২০১৭
১৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (পৌরসভাসমূহ)	অক্টোবর ২০১৭
১৭	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (পল্লী অঞ্চল)	অক্টোবর ২০১৭
১৮	National Strategy for Water Supply and Sanitation 2014	ডিসেম্বর ২০১৪
১৯	জাতীয় কৌশলপত্র বাংলাদেশের দুর্গম এলাকায় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ২০১২	ডিসেম্বর ২০১২
২০	বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর-এর প্রণীত হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র ২০১২	২০১২
২১	জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বন্টন কৌশলপত্র ২০১২	নভেম্বর ২০১২
২২	সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২৫) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর	নভেম্বর ২০১১
২৩	Water Safety Framework (WSF) in Bangladesh	অক্টোবর ২০১১
২৪	National Sanitation Strategy	মার্চ ২০০৫
২৫	National Policy for Safe Water Supply & Sanitation 1998	১৯৯৮

এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধারণাপত্র, সহায়িকা, নির্দেশিকা, প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে যা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিককালের কিছু প্রকাশনা নিম্নরূপ:

প্রকাশনা	বিবরণ
১। পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা,২০২৩	পৌরসভাসমূহের অধিক্ষেত্রে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
২। পৌরসভা পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা,২০২৩	পৌরসভাসমূহের অধিক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকাশনা	বিবরণ
৩। সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিনবর্জ্য) পরিশোধন বিষয়ক ধারণা পত্র 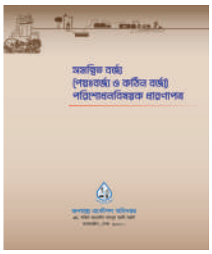	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বাস্তব সম্মত জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে **CWIS-FSM Support Cell** এর সহযোগিতায় নভেম্বর ২০২২-এ সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ধারণাপত্র প্রকাশ করেছে। এই ধারণা পত্রটিতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার আলোকে এবং কঠিন বর্জ্য বিধিমালা ২০২১ নির্দেশনা অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য একই সাথে পরিশোধন প্রক্রিয়াকে এ ধারণা পত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়াও,সরকারের চলমান আশ্রয়ণ প্রকল্পে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধারণা পত্রটিতে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি যেমন গ্যাসিফায়ার, ওমনি-প্রসেসর এর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা-সহ জনসচেতনতার বিষয়টিকে ও আলোকপাত করা হয়েছে।
৪। সেপটিক ট্যাংকের কার্যপ্রণালি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা 	অক্টোবর ২০২২-এ প্রকাশিত এই সহায়িকাটিতে সেপটিক ট্যাংকের কার্যকারিতা-সহ রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ অনুসরণে সেপটিক ট্যাংকের নকশা সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে মাঠ পর্যায়ে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণের যান্ত্রিক-পদ্ধতির উপস্থাপন ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।
৫। বন্যা ও দুর্যোগকালীন নিরাপদ খাওয়ার পানি সংগ্রহ, ব্যবহার, নলকূপ জীবাণুমুক্তকরণ ও স্যানিটেশন-বিষয়ক নির্দেশিকা 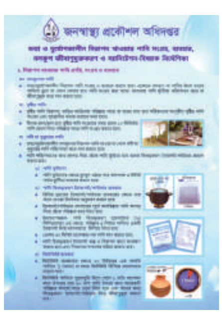	জুন ২০২২-এ প্রকাশিত এই নির্দেশিকাতে বন্যা ও দুর্যোগকালীন নিম্নের বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে- ১। নিরাপদ খাওয়ার পানি প্রাপ্তি, সংগ্রহ ও ব্যবহার ২। নলকূপ বা পানির উৎস জীবাণুমুক্তকরণ ৩। নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
৬। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা 	বৃষ্টির পানি নিরাপদে ব্যবহারের জন্য নিম্নের নির্দেশনা রয়েছেঃ ১। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ২। সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ ৩। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা মেরামত এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা

৪.০ আর্থিক তথ্য

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মোট বাজেট ছিল ৫৫৮৪.৬৫ কোটি টাকা যা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭১৭.৪২ কোটি টাকায়। মোট বাজেটের পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ের বিভাজন নিম্নরূপ।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের খাতভিত্তিক বাজেট বিভাজন (অংক কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২২-২০২৩		বাজেট ২০২৩-২০২৪	
সর্বমোট	৫৫৮৪.৬৫		৬৭১৭.৪২	
পরিচালন ব্যয়	৫২৮		৫১৯.৯৪	
উন্নয়ন ব্যয়	৫০৫৬.৬৫		৬১৯৭.৪৮	
	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	৪০২৮.০০	১০২৮.৬৫	৪৭৭১.৩৬	১৪২৬.১২

পরিচালন ব্যয়ের খাতভিত্তিক বাজেট নিম্নরূপ।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয় (অংক কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২২-২০২৩	বাজেট ২০২৩-২০২৪
প্রধান কার্যালয়	২১.১৩	২৪.৫৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	২১.৫৬	২২.৭৩
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	১৩৯.৯৩	১৪৪.২৬
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	২৫২.২৯	২৭৮.৪৩
সিনিয়র কেমিষ্টের কার্যালয়	৯.১৬	৯.৯৮
প্রধান কার্যালয় (মুজিব বর্ষ)	৮৩.৯৩	৪০.০০
সর্বমোট- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিচালন ব্যয়	৫২৮	৫১৯.৯৪

উন্নয়ন বাজেটের প্রকল্পভিত্তিক বিভাজন ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নরূপ।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় (অংক কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২৩	বাজেট ২০২৩-২৪
১	২২৪০৪০৩০০	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	১৫.০০	১১.৭৬	-
২	২২৪১৩২২৪০০	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৮.৮৩	৭.৬৪	-
৩	২২৪২০৬৪০০	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	২২০.০০	২১৩.৪০	২০০.০০
৪	২২৪২০৬৫০০	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৭৬.২৭	৬৪.৮২	১০৩.০০
৫	২২৪২৮৬৭০০	পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প	১০.২২	৪.৪১	-
৬	২২৪২৮৮৭০০	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২.৫০	২.১৩	৩.৫০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২৩	বাজেট ২০২৩-২৪
৭	২২৪২৮৮৮০০	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২.৫০	২.১৩	-
৮	২২৪২৯১৩০০	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭.৩৪	৭.০৫	৩.৫০
৯	২২৪২৯২৮০০	পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৪৯.৫০	২৮.৪৮	৫৮.২২
১০	২২৪২৯৯২০০	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২৪.৬৫	৩৯.৭৫	০.২৫
১১	২২৪৩০৩৪০০	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৭০০.০০	১৩৫১.২২	১৫০০.০০
১২	২২৪৩০৬৭০০	দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮.১০	৭.৪৬	২.১৯
১৩	২২৪৩১২৩০০	কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	১.৪১	১.৪০	৪৩.৩৩
১৪	২২৪৩১৮৮০০	হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	২৩৮.৪৬	২০২.৬১	১৮২.১১
১৫	২২৪৩২০৫০০	খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭.১২	২.৮৫	০.১০
১৬	২২৪৩৩০১০০	বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	১৩.২৬	১০.৩২	৬.০০
১৭	২২৪৩৩০২০২	নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	১১.৯৩	৯.৯৬	-
১৮	২২৪৩৩৭৩০০	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	২৪.২০	২০.৫৫	১১.৮৬
১৯	২২৪৩৩৩৮	টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯.৫০	০.৪০	২৫.২৫
২০	২২৪৩৩৯৮০০	গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	১৬৫.৫২	১৪০.৬৮	৩৩.৫৯
২১	২২৪৩৪৭৮০০	ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	২৯.৯৭	১৮.৩৯	১৬.৫৬
২২	২২৪৩৫০৯০০	সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	২.০১	১.২০	৩৫.৫৭
২৩	২২৪৩৫৩৫০০	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০.২২	৭.৫৭	২০.০৫

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২৩	বাজেট ২০২৩-২৪
২৪	২২৪৩৫৩৬০০	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	১৭.০০	১৬.৮০	২০.০০
২৫	২২৪৩৫৩৭০০	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	২০.০০	১৭.০০	১৬.২১
২৬	২২৪৩৫৩৯০০	খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১৫.৩০	১০.৪০	১৬.২২
২৭	২২৪১৩২৭০০	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইজিবি) (১ম সংশোধিত)	১.৩৭	১.২৮	১.৪৪
২৮	২২৪২৫৭৬০০	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প	১.৫৮	১.৪৮	২.৯০
২৯	২২৪২৭০৪০০	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (EMCRP)	১.২১	১.১৮	১.৪৪
৩০	২২৪২৯৩৫০০	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩.৫৮	৩.৩৬	৫.১৫
৩১	২২৪৩২৯৯০০	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	২.৩২	২.২০	৪.০১
৩২	২২৪৩৫৫৪০০	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প	৭.৬৭	৩.১১	৭৯.৯৮
৩৩	২২৪৩৫৯৮০০	রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প	৫.০০	৪.২৫	১৩.১৯
৩৪	২২৪৩৫৯৯০০	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প।	৯.৩৭	৯.৩৭	৩০.০০
৩৫	২২৪৩৬০০০০	নেত্রকোনা জেলার মদন মোহনগঞ্জ, ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪.০৫	৩.৪৪	১৭.৪৩
৩৬	২২৪৩৬০১০০	নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৮.০০	৬.৭৮	২৯.৫০
৩৭	২২৪৩৬০২০০	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮.০০	৬.৮০	২৫.০০
৩৮	২২৪৩৬০৩০০	উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৪৭.৯৭	১০০.০৪	৬০৮.০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২৩	বাজেট ২০২৩-২৪
৩৯	২২৪৩৬০৪০০	বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫.১১	৫.১১	১৮.৩৩
৪০	২২৪৩৬১৬০০	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৫.০৫	২.৫৫	১৮.৫৯
৪১	২২৪৩৬৪৮০০	মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	৬.৮৩	৫.৮০	১৫.০০
৪২	২২৪৩৬৬৫০০	মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	১০.০০	৮.৫০	১৩.০০
৪৩	২২৪৩৬৬৭০০	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮.৬১	৭.৩১	৩৬.৭০
৪৪	২২২০১৩৫০০	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী, মাতারবাড়ি এলাকায় পানি উন্নয়ন প্ল্যান প্রস্তুতকরণ প্রকল্প	১.১৬	১.০৪	-
৪৫	২২৩০৩৭৫০০	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ)	২৪.৭৭	২১.৫৬	-
৪৬	২২৪৩৩৯০০০	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)	১৬.২৬	১১.৮৯	১৩.৯০

৫.০ চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি

২০২২-২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৪৬টি প্রকল্পের অনুকুলে ৪০২৮.৭৯ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায় ও ৩৪৪৯.৩১ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়। তন্মধ্যে জুন/২৩ পর্যন্ত ৩৩২৮.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয় ৯৬.৫০%।

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
০১	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার (সেপ্টেম্বর/২০১৬ জুন/২০২৩)	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিস্তরের উচ্চতা হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পিএসএফ স্থাপনসহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।	৩৭৪.০৬	১১.৭৭	৭৮.৪৬	৭০
০২	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি '১৭- জুন '২৩)	প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পাইপ লাইন নেট ওর্য়াকের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ। পাবলিক প্লেস ও এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ। ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করণসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।	৮৭.৩৩	৭.৬৪	৯১.৭	১০০
০৩	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮- জুন ২৪)	অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন। বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষনের পরিমাণ নিরূপণ। প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।	১৯৯০.৯৬	২১৩.৪০	৯৭	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
০৪	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮-জুন ২৩ প্রস্তাবিত জানুয়ারি ১৮ -জুন ২৫)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২ টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	৭১২.৫২	৬৪.৮২	৮৪.৯৯	৮৫
০৫	পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প (এপ্রিল'১৯ ডিসেম্বর'২২)	বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে বসবারত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	৪৪.৯৭	৪.৪১	৪৩.১২	৯৮.৮৪
০৬	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এপ্রিল '১৯-জুন'২২)	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	৪৯.৩৬	২.১৩	৮৫	১০০
০৭	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এপ্রিল '১৯-জুন'২২)	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	৪৯.১৫	২.১৩	৮৫	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
০৮	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই '১৯ জুন' ২০২৩)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে চৌমূহনী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহায়ক ভূমিকা পালন করা। পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ। সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	৪১.৩০	৭.০৫	১৬.০২	১০০
০৯	পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (জুলাই'১৯-জুন'২৩) (প্রস্তাবিত জুলাই ১৯- জুন ২০২৩)	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমান অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	১৭৮.৫৬	২৮.৪৮	৫৭.৫৩	৭৫
১০	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা (এপ্রিল'১৯ ডিসেম্বর'২৩)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	৪৬.৩৬	১৮.৪৩	৭৮.৪৯	৯৭
১১	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (জানুয়ারি'২০-জুন'২৫)	সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।	৮৮৫০.৭৩	১৩৫১.২২	৭৯.৪৮	৯০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
১২	দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (জানুয়ারি'২০ জুন'২৩) (প্রস্তাবিত জানুয়ারি ২০ - জুন ২০২৪)	পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপ-সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুণর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা। পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ। সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা।	৩৫.৪৪	৭.৪৬	৯২.১৫	৯৫.৭৮
১৩	কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি'২০-ডিসেম্বর'২২) (প্রস্তাবিত জানুয়ারি'২০-ডিসেম্বর'২৩)	প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	৪৬.০৮	১.৪০	৯৮.২৪	১০০
১৪	হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২০ জুন'২৪)	হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ। হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রর্বতন। সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চরে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।	৫৫৭.৬২	২০২.৬১	৮৪.৯৭	৯৪.৪৪

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
১৫	খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই'২০- ডিসেম্বর' ২৩)	খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ। রেইন ওয়াটার হার্ভেটিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ। রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণকে লবণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। প্রকল্প এলাকায় বাজার ও সামজিক প্রতিষ্ঠনসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।	৩২.৬৯	২.৮৫	৪০.০৯	৫৫
১৬	বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২০- জুন'২৩) (প্রস্তাবিত জুলাই ২০- জুন ২৪)	বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।	৪৪.২৫	১০.৩২	৭৭.৮১	৮৮.২৫
১৭	নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প (জানুয়ারি'২১- জুন'২৩)	কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগনের জন্য গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।	৪৬.৮৩	৯.৯৬	৮৩.৪৯	১০০
১৮	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এপ্রিল'২০২১- জুন'২০২৩) (প্রস্তাবিত এপ্রিল ২০২১ - জুন ২০২৪	নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	৪৬.৮৯	২০.৫৫	৮৪.৯০	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
১৯	টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি'২০২১-ডিসেম্বর'২০২৩)	উৎপাদক নলকূপ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পৌরসভার পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পৌরসভার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	৪৯.০২	০.৪০	৪.১৯	৩
২০	গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২০২১-জুন'২০২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা। পানির একক উৎস, গ্রামীন পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ও বিভিন্ন ধরনের পানি বিশোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি করে নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করা।	২৬১.৩৪	১৪০.৬৮	৮৪.৯৭	১০০
২১	ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জানুয়ারি'২০২২-জুন'২০২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বর্তমান কভারেজ ১৪% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% এ উন্নীত করা। পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবহার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন।	৪৯.৫৮	১৮.৩৯	৬১.৩৭	১০০
২২	সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২-জুন'২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	৩৯.০৭	২.০০	৯৯.৩৬	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
২৩	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (অক্টোবর'২১ জুন' ২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	৪৪.৩৫	৭.৫৭	৬৩.০১	৭৭
২৪	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২-জুন ২৪)	পিরোজুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	৩৬.৫৮	১৭.০০	৮৫	৯৮
২৫	খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি' ২২-জুন' ২৪)	গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ। রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণকে লবণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রীক উন্নয়ন সাধন।	৩৪.৮০	১০.৪০	৫৭.৭৮	৮৫
২৬	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই '১৭-জুন '২৪)	প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।	৯৯১.৭৩	১২৮.২৪	৯৩.৬১	৯৮.৭৫

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
২৭	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জুলাই ১৮ - জুন ২৪)	কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠির জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। ক্যাম্প সমূহে ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	৮৯২.০১	১৪৮.৩১	৯৩.৩৭	৯৭
২৮	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) (ডিসেম্বর ১৮ - জুন ২৪)	কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২ টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	৫৯৩.৩৭	১১৮.১৪	৯৭	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
২৯	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই '১৯ - ডিসেম্বর '২৩)	প্রকল্পভূক্ত নির্বাচিত ৩০ টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিষেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ ক) নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপাই সিস্টেম স্থাপন করা। খ) পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান। ঘ) পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান। ঙ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা জ) পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	১৭৫১.৫০	৩৩৬.১৮	৮১.৬০	৯৫
৩০	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (জানুয়ারি' ২১- ডিসেম্বর' ২৫)	১. আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্কীম বাস্তবায়ন করা। ২. হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ। ৩) স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি । ৪) কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়ার স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মান। ৫) উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। ৬) টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীবিক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	১৮৮২.৫৯	২২০.১৩	৯৪.৮৯	৯৬

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
৩১	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প (জানুয়ারি '২২- ডিসেম্বর '২৬)	To Ensure good Quality lives and livehoods through safe, adequate, equitable, sustainbel saniatation hygiene facilities, and services, with a special focus on the urban poor women and children, guided by city-wide inclusive sanitation (CWIS) Approcch.	৫৫৯.৬৮	৩.১১	৪০.৫৫	৪১
৩২	রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারি'২২- জুন'২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) গংগাচড়া উপজেলায় পানির একক উৎস স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৪২.৬০% হতে ২০২৫ সাল নাগাদ ৪৩.৭% এ উন্নীত করা। খ) প্রকল্প এলাকায় পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	১৮.৩৭	৪.২৫	৮৫	১০০
৩৩	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২- জুন'২৪)	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।	৪৫.৬৮	৯.৩৭	৮৪.৯১	৬৫
৩৪	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২- জুন'২৪)	ক) হাওর এলাকায় পরিবেশগত স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ব্যাধি কমিয়ে আনা।	২১.৮১	৩.৪৪	৮৫	৫০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
৩৫	নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২২-ডিসেম্বর'২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সামগ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	৪৭.৯৩	৬.৭৮	৮৪.৭৮	১০০
৩৬	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (জুলাই'২২-জুন'২৪)	নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	৪৫.৫১	৬.৮০	৮৫	১০০
৩৭	উপকূলীয় জেলাসমূহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (জুলাই'২২-ডিসেম্বর'২৪)	উপকূলীয় ১০ জেলার ৪৪টি উপজেলার ২২২টি ইউনিয়নে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন এলাকাবাসীকে পানি সরবরাহ করা। প্রকল্পের আওতায় ২০৬৮৭২টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং নির্মাণ করা। প্রকল্পাধীন এলাকাসমূহে সেফলি ম্যানেজড পানি সরবরাহের কভারেজ ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০.১ এ উন্নীতকরণ।	৯৬১.৭৬	১০০.০৫	৬৭.৬০	৭০.০৯
৩৮	বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (এপ্রিল' ২২-ডিসেম্বর' ২৩)	উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ।	২৪.৬০	৫.১২	৮৪.৯৭	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
৩৯	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২২-জুন'২৫)	নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। পৌরসভায় পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা। প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	৪৪.৫৬	২.৫৫	৫০.৫৩	৯০
৪০	মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২২-জুন'২৪)	মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।	৩৭.৬৪	৫.৮০	৮৪.৯৭	৮৫
৪১	মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (আগষ্ট'২২-জুন'২৫)	মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মাণের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	৪০.০৫	৮.৫০	৮৫	৩০
৪২	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যত্রার মান উন্নয়ন।	৪৫.৭৭	৭.৩১	৮৪.৯০	১০০

(হিসাব কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি		
				আর্থিক		বাস্তব
				টাকা	(%)	(%)
৪৩	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী, মাতারবাড়ি এলাকায় পানি উন্নয়ন প্ল্যান প্রস্তুতকরণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর' ২১-জুন' ২৩)	জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই হতে দূরে রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।	১.২০	১.০৪	৮৯.৭৩	১০০
৪৪	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ) (জুলাই'১৯ - জুন'২৩)	ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে ২টি গুচ্ছ শহরে (প্রতিটিতে ৪টি করে শহর কুমিল্লা/চাঁদপুর কুমিল্লা, লাকসাম, চাঁদপুর এবং হাজিগঞ্জ। পাবনা/নাটোর ক্লাষ্টারঃ পাবনা, ঈশ্বরদি, নাটোর এবং লালপুর অন্তর্ভুক্ত পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যত যাচাই এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন। তিনিটি পার্বত্য শহর (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও লামা) এর জন্য পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই, বিস্তারিত কারিগরী ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রণয়ন, দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।	৬৫.৮৭	২১.৫৬	৮৭.০৪	১০০
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ) (জানুয়ারি'২০২১ -জুন'২০২৪)	টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ	৩৪.২০	১১.৮৯	৭৩.১৪	৯৪.৯৮
৪৬	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি) জানুয়ারী/২০২২-ডিসেম্বর/২০২৪	নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার এবং শিবচর উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	৪৫.১৪	১৬.৮০	৯৮.৮	৯৯

৫.১ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি, সরকার ঘোষিত ১০০% সুপেয় পানি সরবরাহ এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত ৭ই জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেকসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্তে 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। জিওবি অর্থায়নে ৮৮৫০.৭৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ের এ প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. হতে জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এর আওতায় দেশের সকল পল্লী এলাকার উপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রায় ৬.০০ লক্ষ Safely Managed পানির উৎস (Point Water Source) স্থাপনের পাশাপাশি সরকারের নির্বাচনী ইশতাহার ২০১৮-এ উল্লেখিত 'আমার গ্রাম- আমার শহর' শীর্ষক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামকে শহরের ন্যায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহের সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে পানি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৪৯১টি রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপাই স্কিম এবং ৮,৮৩৮টি কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ৫০টি রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপাই স্কিম, ২২২০ টি গ্রামীণ/কমিউনিটিভিত্তিক পাইপ ওয়াটার সিস্টেম ও ২১০ টি আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট স্থাপন ইত্যাদি। গ্রামীণ পানি সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইনে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প এর পানির উৎসের তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়।

চিত্রঃ রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপাই স্কিম ও গ্রামীণ/কমিউনিটিভিত্তিক পাইপ ওয়াটার সিস্টেম

৫.২ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প

অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নির্ণয় ও প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করার জন্য 'পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প' টি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । প্রকল্পটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিত করার কাজও চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে রয়েছে বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাক্ষনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসমূহ। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, এসএসটি/ভিএসএসটি ও সেফ ওয়াটার ডিভাইস (রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপাই স্কিম) স্থাপন করা হচ্ছে। সরকারি অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. মেয়াদের এ প্রকল্পের ব্যয় ১৯৯০.৯৬ কোটি টাকা।

৫.৩ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. মেয়াদের জিওবি, বিশ্বব্যাংক এবং এআইআইবির যৌথ অর্থায়নে ১৮৮২.৫৯ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্সেনিক ও আয়রন সমস্যাগ্রস্থ গ্রামে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্কিম স্থাপন; হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ; স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবার ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি; কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ; উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং টকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মাগুড়াসহ ৩০টি জেলার ৯৮ টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চিত্র: গ্রামীণ এলাকায় স্থাপিত পাবলিক স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা প্রদান

৫.৪ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

জুলাই ২০১৯ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. সময়কালীন জিওবি, বিশ্বব্যাংক এবং এআইআইবির যৌথ অর্থায়নে ১৭৫১.৫০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প' এর আওতায় প্রকল্পভুক্ত নির্বাচিত ৩০ টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং পৌরসভা ও অধিদপ্তরের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরি সহায়তা প্রদান, পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন সক্ষমতা অব্যহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং পৌরসভার ওয়াটার সাপাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পানি শোধনাগার

৫.৫ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প

৭১২.৫২ কোটি টাকা জিওবি অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. হতে জুন ২০২৩ খ্রি. (প্রস্তাবিত জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. জুন ২০২৫ খ্রি.) মেয়াদের '৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প' নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২ টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বেতাগী, বাউফল, কসবা, ফরিদগঞ্জ, মীরসরাই, সাতকানিয়া, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট, সোনাগাজী, দাগণভুঞা, সোনাইমুড়ি, হাকিমপুর, নাগেশ্বরী, সুন্দরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, আড়ানী, নগরকান্দা, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর, মুকসেদপুর, করিমগঞ্জ, কুলিয়ারচর, সিঙ্গাইর, সোনারগাঁও, রায়পুরা, কালীহাতি, গফরগাঁও, নকলা, শ্রীবর্দী, দেওয়ানগঞ্জ, চালনা ও খোকসা পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় পরীক্ষামূলক নলকূপ, উৎপাদক নলকূপ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, পাইপ লাইন, গৃহসংযোগ, সমন্বিত মানববর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো, ড্রেন, পাবলিক টয়লেট এবং কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন করা হচ্ছে।

৫.৬ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জুলাই ২০১৭ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯১.৭৩ কোটি টাকা। দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাঁইল, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, নরসিংদী, নোয়াখালী, বরিশাল, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ ১৯টি জেলার ২৩টি পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাগুলোতে ইতোপূর্বে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল না। বর্ণিত পৌরসভাগুলোতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কাজ করা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত কিছু পৌরসভায় ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রণের উপস্থিতি, কিছু পৌরসভায় ভূ-গর্ভস্থ পানির আধার না থাকায় উক্ত পৌরবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রাউন্ড ওয়াটার ও সারফেস ওয়াটার শোধনাগার নির্মাণের এবং কিছু কিছু পৌরসভায় জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে ৯৪টি পরীক্ষামূলক নলকূপ, ৪৭ টি উৎপাদন নলকূপ, ৬৩টি পাম্প হাউজ নির্মাণ, ৬৫টি পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন, ৬৯০কিমি পাইপ লাইন, ৯টি গ্রাউন্ডওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ২টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ১১টি ওভারহেড ট্যাংক, ৯২.১৭ কিমি ড্রেন, মিটারসহ ৬৬০৫৬টি গৃহসংযোগ স্থাপন, ১৭৫৫টি পানির উৎস স্থাপন, ১৪৪টি পাবলিক টয়লেট, ৪৬৭টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ২১টি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্ল্যান্ট ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিকন্তু জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২৩ টি উপজেলা পর্যায়ের ভবনগুলো দীর্ঘদিন পূর্বে নির্মিত হওয়ায় তদস্থলে প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও পৌরসভায় পানি ভবন না থাকায় প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩টি পৌরসভায় নতুন পৌর পানি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম গুলো বাস্তবায়িত হলে ২৩টি পৌরসভায় জনসাধারণ নিরাপদ পানির সুবিধা পাবে, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হবে। ফলে পৌরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

চিত্রঃ সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিনবর্জ্য) পরিশোধন প্ল্যান্ট

৫.৭ বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকারভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প

নিরাপদ সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সেবা ও পরিষেবাদির মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণের জন্য ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাগেরহাট, পটুয়াখালী, শরীয়তপুর, পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নরসিংদী, জামালপুর, লক্ষীপুর পৌরসভা এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্প এলাকার পৌরসভায় সমন্বিতভাবে ১টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং পয়বর্জ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা সহ প্রায় ৭৭০০০ হাজার কনটেইনমেন্ট উন্নত করা হবে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৬৩টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৫১টি বিভিন্ন সাইজের Desludging, ২৮টি Dump Truck এবং ১১টি Road Sweeping Truck সহ ১৯টি Incinerator ক্রয়ের সংস্থান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনগ্রসর বিশেষতঃ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও এর পরিষেবাগুলির সার্বজনিন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং উদ্যোগী ব্যবসায়িক মডেল প্রস্তুতকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে স্যানিটেশন কর্মীদের জীবন ও জীবিকার সুযোগ প্রতিষ্ঠানিকরণ করা এবং শহর ব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক সমন্বিত স্যানিটেশন (CWIS) কাঠামো এবং এর নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভায় বিভিন্ন স্তরের জবাবদিহিতা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের ৮৪.৮০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪৭৪.৮৮ কোটি টাকা সর্বমোট ৫৫৯.৬৮ কোটি টাকার অর্থায়নে চলমান প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত। বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

৫.৮ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরি সহায়তা প্রকল্প

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরি সহায়তা প্রকল্প' এর আওতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠির জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ক্যাম্প সমূহে ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অনুদান সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত চলমান যার প্রকল্প ব্যয় ৮৯২.০১ কোটি টাকা।

চিত্র: ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার নির্মাণ ও পানি সরবরাহ

৫.৯ জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)

বিশ্বব্যাংক অনুদান সহায়তা প্রকল্প 'জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প' এর আওতায় প্রকল্প এলাকার ৩২ টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি এবং ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। এ উন্নয়ন কাজ নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৫৯৩.৩৭ কোটি টাকা এবং মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত।

চিত্রঃ নির্মাণাধীন বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট

৫.১০ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প

হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন বোর্ড এর মাস্টার প্ল্যান (ভলিউম ২) অনুযায়ী হাওর এলাকায় ৫০% পরিবার পারিবারিক ব্যবহারের জন্য পার্শ্ববর্তী নদী/ পুকুরের পানির উপর নির্ভরশীল। এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% জনগণের নিরাপদ পানি সম্পর্কে ধারণা নেই। হাওর অঞ্চলের প্রায় ৮০% পরিবারের লোকজন ডায়রিয়াজনিত ব্যাধিতে কখনো না কখনো ভুগে থাকে। এছাড়া এ অঞ্চলের জনগণ বিভিন্ন সময়ে আমাশয়, কলেরা এবং টাইফয়েড ও পানিবাহিত সাধারণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার রেকড রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে হাওর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ৫৫৭.৬২ কোটি টাকার প্রকল্পটি প্রনয়ণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস স্থাপন করা হচ্ছে। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকা সমূহ পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। হাওরভিত্তিক ০৭ টি জেলার (সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভী-বাজার, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নেত্রকোনা) আওতাধীন ৫৪ টি উপজেলার ৩৪০টি ইউনিয়নে কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৪ খ্রি নাগাদ। প্রকল্পের আওতায় ২২৬৪২ টি তারা গভীর নলকূপ/ মডিফাইড তারা/ সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ, ৫৬৬১ টি ৬নং গভীর নলকূপ, ৪১২৬ টি ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন, ৪৫৮ টি অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন এবং হাইজিন প্রমোশনের কাজ করা হবে।

চিত্র: ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন

৫.১১ উপকূলীয় জেলাসমূহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিকল্প পানির উৎস হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে আসছে। উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে লবনাক্ততা, উপযুক্ত একুইফারের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে খাবার পানির সংকট তীব্র বিধায় এসকল এলাকায় বিকল্প পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবং প্রত্যন্ত ও দূর্গম এলাকা সমূহে পানি সরবরাহের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এসকল এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণে ‘উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প’-এর আওতায় উপকূলীয় ১০ টি জেলার ৪৪ টি উপজেলার ২২২ টি ইউনিয়নে মোট ২,০৬,৮৭২ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং পদ্ধতি স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ টি জেলার মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী,চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলাসমূহ অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লবণাক্ততা ও আর্সেনিক সমস্যা সংকুল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অনেকাংশে উন্নতি ঘটবে এবং বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ৯৬১.৭৬ কোটি টাকার জিওবি অর্থায়নে চলমান এ প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই ২০২২ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় ২৭,২৭৫ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং পদ্ধতি স্থাপিত হয়েছে।

চিত্র: রেইন ওয়াটার হারভেস্টার

৬.০ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

৬.১ পানি সরবরাহঃ

৬.১.১ গ্রামীণ পানি সরবরাহ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মূলত ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরাপদে ও সহজে জনগণের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন হস্তচালিত (৬নং ও তারা পাম্পযুক্ত) নলকূপের পাশাপাশি সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ এবং কমিউনিটিভিত্তিক পাইপ বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। পানির গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নলকূপের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে।

চিত্রঃ আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘরে স্থাপিত পানির উৎস
(১৩ টি ঘরের জন্য স্থাপিত ০১ টি পানির উৎস)

পানির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে পানির চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট, ন্যানো ফিল্ট্রেশন ইউনিট, সৌরচালিত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, রেইন ওয়াটার হারভেস্টার প্রভৃতি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ পুনঃখননকৃত পুকুর ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার

গ্রামীণ এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পুকুর খনন এবং পুকুর পুনঃখননের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে জনগণকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং পার্বত্য তিনটি জেলায় ঝর্ণার পানি সংরক্ষণ পূর্বক গ্র্যাভিটি ফিল্ড সিস্টেম (জিএফএস) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিত্রঃ গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত নিরাপদ পানির উৎস (নলকূপ)

২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য ১৭৬২৯৯ টি নলকূপ/ নিরাপদ পানির উৎস ও ১১১০ টি আয়রণ রিমুভাল প্ল্যান্ট ও রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ১৮০২ টি কমিউনিটিভিত্তিক পাইপড ওয়াটার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

চিত্রঃ পার্বত্য অঞ্চলে উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপলাইন-সহ পানি সরবরাহ

৬.১.২ পৌর পানি সরবরাহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের পৌরসভাসমূহের অধিকাংশ অঞ্চলে পাইপ লাইন ও অবশিষ্ট অংশে পয়েন্ট সোর্সের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে সকল পৌর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার নিমিত্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন/পূনরুজ্জীবিতকরন, ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওভারহেড ট্যাঙ্ক ও পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাইপ লাইন স্থাপন ও গৃহ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পৌর এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭৩ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও ৫৫ টি উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এছাড়া, ৯ টি ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৬ টি ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ১৭ টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ৮৩ টি পাম্প হাউজ, ৯১৬ কিমি পাইপলাইন স্থাপন এবং ৩৭০৮১ টি গৃহ সংযোগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১.৩ পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ

দেশের পৌরসভাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য নতুন পাইপড ওয়াটার সিস্টেম স্থাপনের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণের কাজও করে থাকে। বর্তমানে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা, পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৫৫ টি উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ করে পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার করে ৫৫টি উৎপাদক নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পূর্ণর্বাসনসহ ২৮টি পাম্প হাউজ মেরামত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে । শহরকেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত তথ্যভান্ডারে উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্যসম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ৫৭টি পাম্প ক্রয় ও প্রতিস্থাপন এবং ১৩২টি উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে।

চিত্র: রিজেনারেশন ইউনিট দ্বারা মাঠ পর্যায়ে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ

৬.২ স্যানিটেশন কার্যক্রম

৬.২.১ গ্রামীণ ও পৌর স্যানিটেশন

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত মানবাধিকার। অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি পানিবাহিত ও মলবাহিত রোগ, সংক্রামক রোগ, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবেশ দূষণের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বর্তমান সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

চিত্রঃ গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত টুইনপিট ল্যাট্রিন ও হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন

শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এসডিজি ৬.২ বাস্তবায়নে স্থাপন করা হচ্ছে অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন, ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন, পাবলিক টয়লেট, বায়োগ্যাস/বায়োফিল টয়লেট ইত্যাদি। এছাড়া স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলোর ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হচ্ছে। স্যানিটেশন পরিষেবায় নারী, প্রতিবন্ধী, হতদরিদ্রসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

চিত্রঃ পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও হস্তান্তর

কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মান করা হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীবিক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ হাত ধোয়ার স্টেশন

২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ এলাকায় ২৭৫৭৭ টি ইম্প্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ২৯২ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং হাত ধোয়া ও পাবলিক স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা প্রদানে ১২০১ টি ওয়াশ বেসিন স্থপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৬৭ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

পৌরসভায় নির্মিত ড্রেন

৬.২.২ বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন

বাংলাদেশের ৬৫,৫৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানি এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জানুয়ারী/২০১২ সালে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর (PEDP3) আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রায় ১৫,৭০৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮,৫৪০টি ওয়াশবক নির্মান এবং ৩৯,৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন কাজ সফলভবে সমাপ্ত করেছে।

চিত্রঃ বিদ্যালয়ে স্থাপিত ওয়াশব্লক

বর্তমানে দেশব্যাপী বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিম্ন বর্নিত কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

- প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত একটি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন করা এবং স্থাপিত পানির উৎস সমূহের মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা।
- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
- ছাত্র/শিক্ষক এবং ছাত্রী/শিক্ষিকাদের জন্য চলমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা যুক্ত পৃথক পৃথক ওয়াশব্লক নির্মান।
- প্রতিটি ওয়াশব্লকে তিনটি করে টয়লেট, দুটি করে হাত ধোয়ার বেসিন এবং একটি ফুট ওয়াশিং স্পেস প্রদান।
- ছাত্র/শিক্ষকদের ওয়াশব্লকে ইউরিনাল স্থাপন এবং ছাত্রী/শিক্ষিকাদের ওয়াশব্লকের মেন্স্ট্রুয়াল হাইজিন সংক্রান্ত কক্ষ নির্মান।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প, হাই-কমোড যুক্ত পৃথক টয়লেট এবং হ্যান্ড রেইল স্থাপন।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থাপিত ওয়াশব্লকের বড় ধরনের মেরামত করা।

চিত্র: ওয়াশব্লক

PEDP-৩ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আরো বৃহত্তর পরিসরে চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-1) এর আওতায় ৮,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮,০০০টি পানির উৎস ও ১৬,০০০ ওয়াশব্লক নির্মান, চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-1) এর আওতায় ৫,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫,০০০টি পানির উৎস ও ১০,০০০ ওয়াশব্লক নির্মান এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর (PEDP4) আওতায় ২৯,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮,০০০ ওয়াশব্লক এবং ২০,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০,০০০ পানির উৎস স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করছে। এই ৩টি প্রকল্পের আওতায় জুন/২০২৩ পর্যন্ত ১৬৬১২ টি বিদ্যালয়ে ৩৩২২৪ টি ওয়াশব্লক নির্মান এবং ২২০৩৮টি পানির উৎস স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলমান ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হলে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশব্লক ও অন্তত একটি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন নিশ্চিত হবে। আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনে জাতির আশা ভরসার প্রতীক। তাই এই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ও টেকসই পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা বির্নিমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

৬.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

দেশের পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও তদনুযায়ী বাস্তবায়ন করে চলেছে। সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন শহরগুলোর উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে আবশ্যিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি শোধনাগারের ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী শহর ও গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন সহযোগী ও নিজস্ব অর্থায়নে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থাসহ পরিশোধন প্ল্যান্ট করা হচ্ছে।

চিত্রঃ বিভিন্ন পৌরসভায় স্থাপিত সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিনবর্জ্য) পরিশোধন প্যান্ট

'শহরব্যাপী অন্তর্ভূক্তিমূলক স্যানিটেশন' বা Citywide Inclusive Sanitation (CWIS) একটি কার্যকরী সামাজিক প্রক্রিয়া যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদানে শহরের সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত, টেকসই ও নিরাপদ স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় শহর কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল করে তোলে।

বাংলাদেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো ২০১৭ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের কর্ম পরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে CWIS-FSM Support Cell গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নেতৃত্বে 'সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণাপত্র' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে মডেল ডিজাইন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চিত্র: স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভার নিকট মুভেবল বিন হস্তান্তর

স্যানিটেশন কার্যক্রমে উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করতে Women in Sanitation Enterprises (WISE) প্রকল্প অনুমোদনের কাজ চলছে। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শহরভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পৌরসভা পর্যায়ে সক্ষমতা বিকাশে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫ টি ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে ও আরও ১০২টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৬.৪ পানির গুণগতমান পরীক্ষা কার্যক্রম

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক-সহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত ১৪টি পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান। পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশে আরও ৫২টি জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাবসমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ৫৩টি বৈশিষ্ট্য (parameter) ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২টি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৭৭৮৭৫ টি পানির নমুনা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে।

জেলা পানি পরীক্ষাগার ভবন

৬.৫ জনসচেনতা বৃদ্ধি

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যভ্যাস পরিচর্যা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উঠান বৈঠক, বিভিন্ন পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটির বৈঠক, র‍্যালি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

চিত্রঃ গ্রামাঞ্চলে উদ্বুদ্ধ করণ সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিবছর অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস’ ও ১৫ অক্টোবর ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস’ পালন করে থাকে। ২০২২ এর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ‘হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসে সবে এক হই’। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অক্টোবর মাসে সারা দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস পালিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের আহবানে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ১৫ ই অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। দেশব্যাপী র‍্যালি, হাত ধোয়া অনুশীলন, সভা ইত্যাদি প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র: জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০২২ এবং ১৫ই অক্টোবর বিশ্ব-হাতধোয়া দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিশুদের হাতধোয়া অনুশীলন

৬.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি সেবাসমূহ

৬.৬.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে জরুরি সেবা

বাংলাদেশের প্রায় প্রতি বছরেই এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস পাহাড় ধ্বস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানে। এ সময়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয় এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্যোগের পর দুর্গত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে দূর্গত এলাকায়/আশ্রয় কেন্দ্রে ডায়ারিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে।

চিত্রঃ মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ওয়াটার কেরিয়ার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বন্যা ও বিভিন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় নলকূপ স্থাপন, উঁচুকরণ ও জীবানুমুক্তকরণ করে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার, জেরিকেন, বালতি, স্যানিটারি নেপকিন, হাইজেন কিট ইত্যাদি বিতরণ করে। মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করে বিতরণ এবং ওয়াটার কেরিয়ারের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি দুর্গতদের মাধ্যমে বিতরণ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও বিভিন্ন জনসমাবেশে ও জরুরি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পালন করে। যেমন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০১/২০২৩ তারিখ রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে বিশাল জনসভা উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহন করে।

চিত্রঃ জরুরী ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট

৬.৬.১ মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রম

২০১৭ সালের ২৫শে আগষ্ট রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স পরবর্তী সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলা জরুরি ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে জরুরি ভিত্তিতে কাজ বাস্তবায়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২ টি প্রকল্পের আওতায় ৭০টি মিনি পাইপড ওয়াটার সাপাই স্কিম স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া জরুরি ভিত্তিতে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ওয়াটার ক্যারিয়ার ও মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

টেকনাফে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য শালবাগানে (ক্যাম্প-২৬) ভূ-পরিস্থ পানির প্রায় ৬০ লক্ষ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন জলাধার-সহ পানি পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয় যার মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ২ লক্ষ লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও টেকনাফের উনচিপ্রাং (ক্যাম্প-২২) এ ভূ-পরিস্থ পানি পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয়।

চিত ভূ-উপরিস্থ পানির জলাধার

এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২টি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগার ও ১টি ওমনি প্রসেসর নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ওমনি প্রসেসর এর মাধ্যমে ক্যাম্পে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য ও পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুপেয় পানিসহ প্রতিদিন ৬০-৭০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে। এছাড়াও উখিয়ার পালংখালীতে প্রায় ২ কোটি লিটার ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন পানির জলাধার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ জনগনকে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

চিত্রঃ ওমনি প্রসেসর

এছাড়া ৭০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৩০০০টি হাউজহোল্ড ল্যাট্রিন, ১০০০ বায়োফিল ল্যাট্রিন, ৩০ টি বায়োগ্যাস ল্যাট্রিন নির্মাণ সহ ৬টি পয়ঃ বর্জ্য ও ৭টি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। জরুরী অগ্নি নির্বাপনের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চিত্রঃ উখিয়ার স্থাপিত ফায়ার হাইড্রেন্ট

৬.৭ গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম

৬.৭.১ আর ও ভিত্তিক বসতবাড়ির জন্য ছোট আকারের আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট:

ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক এবং আয়রন দূষণ বাংলাদেশে একটি গুরুতর সমস্যা। পানির আর্সেনিক এবং আয়রন অপসারণের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো পরিচালনা বেশ কষ্টসাধ্য এবং এগুলো স্থাপনে যথেষ্ট খরচ ও জায়গার প্রয়োজন হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করার জন্য, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ছোট আকারের স্টেইনলেস স্টিল এর বক্স টাইপ আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল ইউনিট ডিজাইন ও পাইলটিং করেছে যা কার্যকরভাবে পানি থেকে আর্সেনিক এবং আয়রন অপসারণপূর্বক চার থেকে পাঁচটি পরিবারের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে সক্ষম। কিন্তু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অভাবে ইউনিটগুলোর কার্যকারিতা (performance) আশানুরূপ ছিল না। এর প্রেক্ষিতে, বিগত অর্থ বছরে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় আরও (RO) ভিত্তিক বসতবাড়ির জন্য ৬ নং পাম্পের সাথে ব্যবহার উপযোগী আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল ইউনিটের ডিজাইন প্রস্তুতপূর্বক পাইলটিং সম্পন্ন করেছে। আর্সেনিক এবং আয়রনযুক্ত ৬ নং টিউব ওয়েলে এই সিস্টেমগুলো পাইলটিং করা হয়েছে এবং এর কার্যকারিতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। RO মেমব্রেন কার্যকরভাবে আর্সেনিক, আয়রন এবং লবণাক্ততা দূর করে নিরাপদ পানি সরবরাহ করে। এই ইউনিটগুলি প্রায় ২ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি-সহ স্থাপন করা হয়েছে যাতে এই সময়ের মাঝে ব্যবহাকারীগণ এর রক্ষণাবেক্ষণ সাথে অভ্যস্ত হতে পারেন।

চিত্রঃ আর ও ভিত্তিক বসতবাড়ির জন্য ছোটো আকারের আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট

৬.৭.২ উচ্চমাত্রার লবণাক্ততার জন্য ছোটো আকারের রিভার্স অসমোসিস ইউনিট

উপকূলীয় জেলাসমূহে উচ্চ লবণাক্ততা জনিত সংকট মোকাবিলায় গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় ছোট আকারের রিভার্স অসমোসিস ইউনিট এর নকশা প্রণয়ন ও পাইলটিং সম্পন্ন করে। এই প্রযুক্তিতে রয়েছে হাই প্রেশার (২০০ জি পি ডি) আরও (RO) মেমব্রেন যা ২০০০-৩০০০ পিপিএম ক্লোরাইডযুক্ত লবণাক্ততা দূর করার জন্য কার্যকর। ব্যবস্থাটি বাসাবাড়ি ও স্কুলের ওভারহেড পানি সংরক্ষণ ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত করে পাইলটিং করা হয়েছে।

চিত্রঃ উচ্চমাত্রার লবণাক্ততার জন্য ছোটো আকারের রিভার্স অসমোসিস ইউনিট

৬.৭.৩ পুকুরভিত্তিক আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা একটি সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে। সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি অত্যধিক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং উজান প্রবাহের হ্রাসের কারণে খাবার পানির উৎসে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত পুকুর পাড়ে বালি ফিল্টার ডিজাইনের বিকল্প হিসাবে উন্নত ফিল্টার স্থাপনের প্রয়োজনে ও ক্লোরিনেশন দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ স্বাদু পানির পুকুর থেকে নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক আল্ট্রাফিল্ট্রেশন প্রযুক্তি পাইলটিংপূর্বক নকশা চূড়ান্তকরণ ও স্থাপন করেছে। বর্তমানে, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় পাঁচটি উপজেলায় ৮টি পুকুরভিত্তিক আল্ট্রা-ফিল্ট্রেশন সিস্টেম উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৫টি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাটির সৌরচালিত পাম্পিং, উন্নত আল্ট্রা ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থা, অতিবেগুনী রশ্মি জীবাণুমুক্তকরণ এবং এটিএম দিয়ে পানি বিতরণ ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।

চিত্রঃ পুকুরভিত্তিক আল্ট্রাফিল্ট্রেশন

৬.৭.৪ বসতবাড়ির বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রিফিল্ট্রেশন ইউনিট উদ্ভাবন

উপকূলীয় জেলাসমূহে বিশেষ করে খুলনা ও সাতক্ষীরায় বাসাবাড়ি পর্যায়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয়। তবে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোতে মূলত ম্যানুয়াল ফার্স্ট ফ্ল্যাশ পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানির প্রাথমিক ময়লা অপসারণ করা হয়। পরবর্তীতে পানির সাথে বিভিন্ন পাতা-ময়লা সংরক্ষণ ট্যাংকে প্রবেশ করে। ফলে ট্যাংকে ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট প্রভৃতি অনুজীবের সংক্রমণ ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ একটি প্রি-ফিল্টার ডিজাইন ও পাইলটিং করে যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। আপ-ফ্লো প্রযুক্তি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফিল্টারটি সহজে পরিষ্কার করা যায়। প্রি-ফিল্টারটির পাইলটিং এর সাফল্যের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রি-ফিল্টারটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

Household based Rain Water Harvesting System (RWHS)

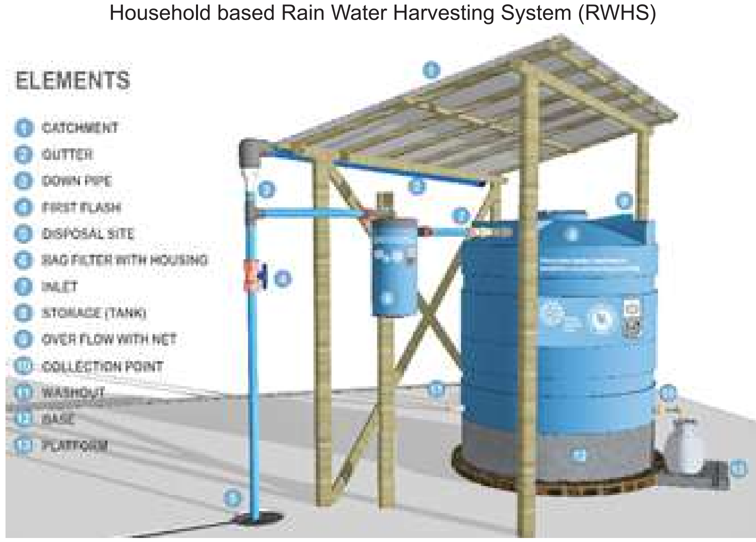

চিত্রঃ বসতবাড়ির বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রিফিল্ট্রেশন ইউনিট উদ্ভাবন

৬.৭.৫ পাড়াভিত্তিক রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম

বর্তমানে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার পাঁচটি উপজেলায় পাড়া ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে যথাক্রমে ৪৫০০০, ৯০০০০, ১,৪৫,০০০ এবং ১,৮০,০০০ লিটার পানি ধারণক্ষমতার বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা পাইলটিংপূর্বক স্থাপনের কাজ চলমান আছে । এই প্রযুক্তিটিতে রয়েছে প্রি-ট্রিটমেন্ট ইউনিট, অটো ফ্ল্যাশ সিস্টেম, পোস্ট ট্রিটমেন্ট ইউনিট ও অতিবেগুনী রশ্মি দ্বারা জীবাণুদূরীকরণ পদ্ধতি। প্রযুক্তিটি ২৫-১০০ পরিবারের ব্যবহার উপযোগী। ইতোমধ্যে পাঁচটি উপজেলায় ২৫টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১০০টি সিস্টেম স্থাপন চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাগুলোর স্বয়ংক্রিয় এটিএম বুথে উপকারভোগীরা কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধিত বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করছে।

চিত্র: পাড়াভিত্তিক রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম

৬.৭.৬ গ্রিড/সৌর শক্তি চালিত মাঝারি আকারের পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)

নিরাপদ ও জীবানুমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পিএসএফ এর সাথে সৌরশক্তি চালিত পাম্প, UV সিস্টেম প্রভৃতি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলকভাবে সংযোজন পূর্বক পাইলটিং এবং স্কেল আপের কাজ সম্পন্ন হয়। উক্ত কাজে সফলতা লাভের প্রেক্ষিতে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সাতক্ষীরা জেলায় অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতার (প্রতিদিন ৫০০০ লিটার) গ্রিড/সৌর শক্তি চালিত মাঝারি আকারের পন্ড স্যান্ড ফিল্টার স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাটি বেশ কম জায়গার মধ্যে স্থাপন করা যায় এবং গ্রিড বা সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা যায়।

চিত্র: গ্রিড/সৌর শক্তি চালিত মাঝারি আকারের পন্ড স্যান্ড ফিল্টার

৬.৭.৭ এক/একাধিক ভেসেলযুক্ত আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট

আর্সেনিক এবং আয়রনজনিত ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ মোকাবিলায় গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত ওয়াটার পয়েন্টের সাথে স্থাপন উপযোগী ফিলটার মিডিয়াভিত্তিক আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্রযুক্তির পাইলটিং সম্পন্ন করে। আয়রন ও আর্সেনিকের বিভিন্ন মাত্রার উপর ভিত্তি করে তিনটি ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে ব্যবস্থাটিতে আয়রন ও আর্সেনিকের মাত্রা অনুযারী এক বা একাধিক ফিল্টার ভেসেল সংযুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। এতে কম খরচে ও কম জায়গার মধ্যে ব্যবস্থাটি স্থাপন করা যায়। ব্যবস্থাটি সারাদেশে আর্সেনিক ও আয়রন সমস্যায় জর্জিত এলাকায় স্কেল-আপ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

চিত্র: ভেসেলযুক্ত আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট

৬.৮ জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। নারীরা দেশের মানব শক্তির তথা উন্নয়নের অর্ধেকেরও বেশি উৎস বা সম্ভাবনাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। মানব জীবনকাল, স্বাস্থ্যমান, কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ, শিক্ষা, সম্পদের উপর অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক ধারায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনেও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের পাশাপাশি এই সেক্টরে নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের মূলধারায় জেন্ডার ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে গত ০২/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে একটি 'জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (Gender and Development Forum-GDF)' গঠন করা হয় যা পরবর্তীতে ০৯/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখে অধিদপ্তরের ২৪জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা হয়েছে।

চিত্র: জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভা ও কর্মশালা

উক্ত ফোরামের মাধ্যমে ও CWIS-FSM Support Cell এর সহযোগিতায় বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে ফোরামের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্যের সহজলভ্যতার উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে "জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম" নামক একটি সার্ভিসবক্স সংযুক্ত করা হয়েছে যা ফোরামের জেন্ডারবিষয়ক কার্যক্রমের Knowledge Bank হিসেবে কাজ করছে। "Gender Inclusion in WASH" বিষয়ক দুটি প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সফলভাবে পাইলটিং করা হয়েছে। এছাড়া Gender Action Plan (GAP) ও Gender Equality Strategy প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে যা WASH সেক্টরে ধারাবাহিকভাবে জেন্ডার ধারণার অন্তর্ভুক্তিকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

চিত্র: স্যানিটারী ল্যান্ডফিলে কর্মরত নারীকর্মীদের সাথে আলোচনা।

৬.৯ ই-সেবাসমূহ

ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান করে থাকে যার এবং সেবাসমূহ নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dphe.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ই-সেবাসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	ই-সেবাসমূহ	বিবরণ	ওয়েবসাইট লিঙ্ক
১	ওয়েব মেইল	কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ই-মেইল পরিচালনা করা হয়।	mail.dphe.gov.bd
২	গ্রামীণ পানি সফটওয়ার	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প এর পানির উৎসের তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়।	https://grameenpani.dphe.online/
৩	অনলাইনে ইউনিয়নভিত্তিক উপযুক্ত পানির উৎসের প্রযুক্তি নির্ধারণ	পানির বিভিন্ন উৎসের প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।	https://115.127.128.226:8000/maps/
৪	National Sanitation Dashboard	স্যানিটেশন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।	http://sanboard.gov.bd/
৫	Urban Water Supply Management System (পৌর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা)	পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য প্রদান করা হয়।	https://43.229.14.73/
৬	চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	চুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পাদনা করা হয়।	https://cms.dphe.online/auth/login/?next=/

ক্রমিক নং	ই-সেবাসমূহ	বিবরণ	ওয়েবসাইট লিঙ্ক
৭	পানির উৎস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	পানির উৎসের বিস্তারিত তথ্যাদি জানা যায়।	https://wpms.dphe.online/
৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (APAMS)	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হয়।	https://apams.cabinet.gov.bd/
৯	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)	তথ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হয়।	https://mis.lgd.gov.bd/en/login

৭.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ তত্ত্বাবধান করে থাকে। প্রশিক্ষণসমূহ প্রধানত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব অর্থায়নে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু মূলত কারিগরি, আর্থিক ও প্রশাসনিক।

চিত্রঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন, Central Procurement Technical Unit (CPTU), Financial Management Academy (FIMA) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে Bangladesh Delta Plan (BDP) ২১০০, ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং (e-GP), Financial Management ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুতপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগ ১৯টি ব্যাচে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে মোট ৯৬৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক ও অর্থায়নে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য APA প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৯টি ব্যাচে মোট ৪২৯ জন প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

চিত্রঃ "স্যানিটেশন পরিষেবা সরবরাহে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি জোরদার করা" শীর্ষক কর্মশালা

৮.০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিশেষ সাফল্য

২০২২-২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৪৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪০২৮৭৯.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায় তন্মধ্যে জুন/২৩ পর্যন্ত ৩৩২৮৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয় ৯৬.৫০% ।

৮.১ সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক 'সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিনবর্জ্য) পরিশোধন বিষয়ক ধারণা পত্র' প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারণা পত্রটিতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার আলোকে এবং কঠিন বর্জ্য বিধিমালা ২০২১ নির্দেশনা অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য একই সাথে পরিশোধন প্রক্রিয়াকে এ ধারণাপত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

চিত্র: সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিনবর্জ্য) পরিশোধন প্ল্যান্ট

সরকারের চলমান আশ্রয়ণ প্রকল্পে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন গ্যাসিফায়ার, ওমনিপ্রসেসর এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা-সহ জনসচেতনতার বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। বিগত অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৯টি পৌরসভায় ও ০২টি উপজেলায় ১১৭টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কাজ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অর্জনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের পরিধিতে একটি অনন্যমাত্রা যুক্ত হয়েছে।

চিত্র: আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় কোটালিপাড়ার দেবগ্রামে স্থাপিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট
(পাস্টিক বর্জ্য রাখার বিন ও কম্পোস্ট বক্স)

৮.২ গ্রামে শহরের সুবিধা প্রদান

সরকারের নির্বাচনী ইশতাহার ২০১৮-এ উল্লেখিত 'আমার গ্রাম- আমার শহর' শীর্ষক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামকে শহরের ন্যায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহের সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে পানি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপাই স্কিম এবং কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামেও ঘরে বা কাছাকাছি স্থান থেকে নিরাপদ পানি আহরণের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হচ্ছে যা গ্রামীণ জনগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

চিত্র: সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প এর আওতায় স্থাপিত পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই

৮.৩ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত/নির্মাণাধীন ২৩১৯৯০টি ঘরে ৪৫৮৭১টি পানির উৎসের কাজ সমাপ্ত/চলমান আছে। প্রতিটি পানির উৎসের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে Water Point Management System (WPMS) নামক একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে যার মাধ্যমে পানির উৎসের জিও কোড, পানি গুণগতমান, পানির উৎস স্থাপনের তারিখ, তত্ত্বাবধায়কের নাম এবং ঠিকাদারের নাম-সহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

চিত্র: মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য পানির উৎস স্থাপন

৮.৪ প্রতিটি জেলায় পানি পরীক্ষাগারের সুবিধা

পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় পানি পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য “পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫২টি জেলায় পানি পরীক্ষাগার ভবন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় পানি পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৮.৫ পৌরসভায় স্মার্ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা

পৌরসভা পর্যায়ে প্রথমবারের মতো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নওগাঁ পৌরসভায় স্ক্যাডার (SCADA-Supervisory Control and Data Acquisition) মাধ্যমে অটোমেশন পদ্ধতির সফল পাইলটিং করেছে যা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় প্রচলন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির পানির মিটার স্থাপন ও অনলাইন ওয়াটার মিটারিং সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে পৌরসভাকে পানির অপচয় রোধ ও সমতাভিত্তিক বিল উত্তোলনে সহায়তা করা হচ্ছে।

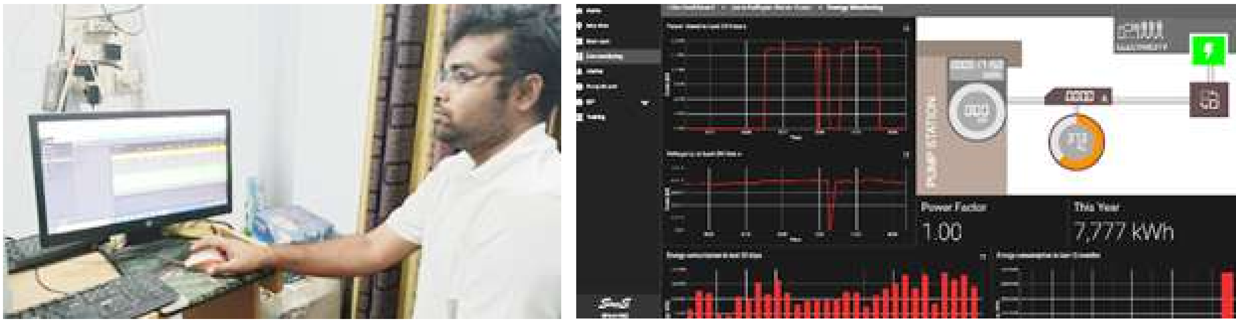

চিত্র: নওগাঁ পৌরসভায় স্ক্যাডার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা

৮.৬ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পূর্ণ মর্যাদার সাথে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকে।

২৬ মার্চ,২০২৩-এ দেশের ৫২তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের প্রথম প্রহরে, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও অধিদপ্তরে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী-সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সচিবের নেতৃত্বে এবং অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এবং অধিদপ্তরের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ভবনস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ই আগস্টে শহিদ সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

গত ১৫ই অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রেস ব্রিফিং আয়োজন, প্রেস রিলিজ প্রকাশ, স্যানিটেশন ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ, বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্যানিটেশন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র/টিভি স্পটসমূহ প্রচার করা হয়।

এর পাশাপাশি জেলা /উপজেলা/ বিভাগ/ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে অক্টোবর মাসব্যাপী সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে র‍্যালি, জনসমাগম হয় এমন স্থানে ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বস্তি ও শহরতলী এলাকায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্রঃ মাঠপর্যায়ে জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ও বিশ্ব-হাতধোয়া দিবস-২০২২ উদযাপন

২২শে মার্চ ২০২৩ তারিখে ‘Accelerating Change to Solve the Water & Sanitation Crisis’ - এই স্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হয়েছে "বিশ্বপানি দিবস" ২০২৩।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, ‘Digit All: Innovation and Technology for Gender Equality’। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী। বাস্তবতার তাল মিলিয়ে নারীর প্রাপ্য অধিকার আদায় ও সমগ্র বিশ্বের নারীর অর্জনকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন বক্তব্য, প্রেজেন্টেশন ও কবিতা আবৃত্তি। প্রধান কার্যালয়ের সমস্ত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এ দিবস উদ্‌যাপন করেছেন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি।

৯.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত-করণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে নিম্নের চারটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

১) পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা,

২) পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন,

৩) পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা,

৪) পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

আরোও ছিলো সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের নিম্নের পাঁচটি ক্ষেত্র;

১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৯.১ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র ও অর্জন নিম্নরূপ।

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি
[১] পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা	২৩	[১.১.] পৌর এলাকায় সুপেয় পানি	[১.১.১] স্থাপিত নলকূপ/ উৎস	৪	১৭০	সংখ্যা	৩১৫
		[১.২.] পৌর এলাকায় উৎপাদন নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	[১.২.১] স্থাপিত ও প্রতিস্থাপিত উৎপাদক নলকূপ	৩	৫৫	সংখ্যা	৭৩
			[১.২.২] পরীক্ষামূলক নলকূপ	২	৩৮	সংখ্যা	৪২
			[১.২.৩] নির্মিত ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	২	৪০	সংখ্যা	৫৫
		[১.৩] পৌর এলাকায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৩	৭	সংখ্যা	৯.৩০
		[১.৪] পৌর এলাকায় ভূর্পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	১	২	সংখ্যা	৫.৭২
		[১.৫] পৌর এলাকায় ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ওভারহেড ট্যাংক	২	১১	সংখ্যা	১৬.৭০
		[১.৬] পৌর এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত পাম্প হাউজ	১	১১	সংখ্যা	৮৩

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি
		[১.৭] পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ	[১.৭.১] স্থাপনকৃত পাইপ লাইন	৩	৭০০	কিঃমিঃ	৯১৬.১০
			[১.৭.২] গৃহ সংযোগ	২	২০০০০	সংখ্যা	৩৭০৮১
[২] পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	২০	[২.১] পল্লী/পৌর এলাকায় ইম্প্রুভড/স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ইমপ্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৮	২৪৬৫০	সংখ্যা	২৭৫৭৭
		[২.২] পল্লী/ও পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৭	২৬০	সংখ্যা	২৯২
		[২.৩] ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম নির্মাণ	[২.৩.১] নির্মিত ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম	৩	৭	সংখ্যা	১৪.৬৩
		[২.৪] পল্লী/পৌর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত ড্রেন	২	৫৫	কিঃমিঃ	৬৭.৪৩
[৩] পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা	১৭	[৩.১] গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/উৎস স্থাপন	[৩.১.১] স্থাপিত নলকূপ/ উৎস	৮	১৫৪০২৫	সংখ্যা	১৭৬২৯৯
			[৩.১.২] নির্মিত আয়রণ রিমোভাল প্ল্যান্ট এবং রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট	২	৯২২	সংখ্যা	১১১০
		[৩.২] গ্রামীণ এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	[৩.২.১] নির্মিত গ্রামীণ/কমিউনিটিভিত্তিক পাইপ ওয়াটার সিস্টেম	৪	১৭৭০	সংখ্যা	১৮০২
		[৩.৩] গ্রামীণ এলাকায় নির্মিত হাত ধোয়ার এবং পাবলিক স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা	[৩.৩.১] নির্মিত হাত ধোয়ার স্টেশন এবং পাবলিক স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা	৩	৯৮০	সংখ্যা	১২০১
[৪] পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণ	১০	[৪.১] পানির গুণগতমান পরীক্ষা/পরিবীক্ষণ	[৪.১.১] পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা	১০	১৫৪২৮৮	সংখ্যা	১৭৭৮৭৫

৯.২ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্জনসমূহ নিম্নরূপ-

কার্যক্রমের নাম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন
১	২	৩	৪	৬	৭
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা...					
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	৪	৪
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	১০০	১০০
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	৩	৩
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা জন	২ ৫০০	২ ৫০০
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	২ ৩১/১২/২০২২ ৩০/০৬/২০২৩	২ ৩১/১২/২০২২ ৩০/০৬/২০২৩
১.৬ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	৩১/১২/২০২২ ৩১/০৩/২০২২ ৩১/০৬/২০২২	৩১/১২/২০২২ ৩১/০৩/২০২৩ ৩১/০৬/২০২৩
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন					
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-সহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	৩১/০৭/২০২৩	৩১/০৭/২০২৩
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা-সহ)	ক্রয় পরিকল্পনার বাস্তবায়িত	২	%	১০০	৯০
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	১০০	৯৬.৫
২.৪ প্রকল্পের PSC I PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	৭০	৫৬
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	৩১/০৩/২০২৩	৩১/০৩/২০২৩
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম					
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	যানবাহন ব্যবহার ফি প্রদানের প্রমাণক	৩	তারিখ	৩০/০৬/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
৩.২ এ-চালানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের টাকা জমা	রাজস্ব আদায়ের টাকা জমা প্রদানের প্রতিবেদন ও প্রমাণক	৫	তারিখ	৩০/০৬/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
৩.৩ অধিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের পানির উৎসের সহায়ক চাঁদার পরিমান উল্লেখ করে বিলবোর্ড স্থাপন	পানির উৎসের সহায়ক চাঁদার বিলবোর্ড স্থাপন	৫	তারিখ	৩০/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২৩
৩.৪ পানির গুণগতমান পরীক্ষাকরণ	পানি পরীক্ষা প্রতিবেদন	৫	তারিখ	১৫০০০০	১৫৮৩১৫

৯.৩ ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্জনসমূহ নিম্নরূপ।

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি
[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ		[১.১] সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী	১০	তারিখ	২৭/০৮/২০২৩
		[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	২	তারিখ	১২/১০/২০২২
			[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাবাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	৭	তারিখ	২৭/০৪/২০২৩
		[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৪	%	৯৪.৪৮%
		[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	৪	তারিখ	৩০/১০/২০২২
			[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	৩
[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি		[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	৬	সংখ্যা	৪
		[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩	সংখ্যা	৫
			[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	৩	%	১০০%
			[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	৩	তারিখ	১০/০১/২০২৩
			[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	২	তারিখ	৩১/০১/২০২৩
			[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	৩	সংখ্যা	০৬/০৫/২০২৩

৯.৪ তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্জনসমূহ নিম্নরূপ।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি
প্রাতিষ্ঠানিক	৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তিকৃত	৬	১০০.০০%	%	১০০.০০%
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৯	[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	৩১/১২/২০২২ ৩০/০৬/২০২৩	তারিখ	৩১/১২/২০২২ ৩০/০৬/২০২৩
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	৩	১৫/১০/২০২২	তারিখ	২৭/০৯/২০২২
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/ হালনাগাদকৃত	৩	৩১/১২/২০২১	তারিখ	০৮/১২/২০২২
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	৪	৩	সংখ্যা	৩
		[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিবিধান, প্রবিধিমালা. স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩	৩	সংখ্যা	৩
		[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রতিকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ	[১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	২	৪	সংখ্যা	৪

৯.৫ অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্জনসমূহ নিম্নরূপ।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	বার্ষিক অগ্রগতি
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৪	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	৪	৪	সংখ্যা	৪
		[১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	[১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৭	৯০%	%	৯০%
		[১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[১.৩.১] প্রতিবেদন প্রেরিত	৩	৯০%	%	৯০%
সক্ষমতা অর্জন	১১	[২.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.১.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	৩	৪	সংখ্যা	৪
		[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৪	২	সংখ্যা	২
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.৩.১] সভা অনুষ্ঠিত	৪	২	সংখ্যা	২

৯.৬ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্জনসমূহ নিম্নরূপ।

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	বার্ষিক অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রাতিষ্ঠানিক	১৮	[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন	[১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত	৩	৪	সংখ্যা	৪
		[১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.২.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত	৪	৯০%	%	৯০%
		[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন	[১.৩.১] সভা আয়োজিত	২	৪	সংখ্যা	৪
		[১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ)	[১.৪.১] হালনাগাদকৃত	৯	৪	সংখ্যা	৪
সক্ষমতা অর্জন	৭	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/ সেমিনার আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত	৩	২	সংখ্যা	৩
		[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	৪	২	সংখ্যা	২

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসহ সকল কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সফলতা অর্জন করে। মাঠ পর্যায়েও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে প্রধান প্রকৌশলীর চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্য সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ-

১) জনাব প্রকৌ. মো. সরোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
ফোন ০২-৫৫১৩০৭৫২; ই-মেইল ce.dphe@gmail.com

২) জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন ০২-৯৩৪৩৩৬১; ই-মেইল addlce.planning@dphe.gov.bd.

৩) জনাব মোঃ আনোয়ার ইউসুফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন ০২-৫৫১৩০৭৪৯; ই-মেইল se.pc@dphe.gov.bd.

৪) মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সংস্থাপন), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ+৮৮০২৫৫১৩০৭৫১; ই-মেইলঃ ee.stablishment@dphe.gov.bd

৫) জনাব দিলরুবা ফারজানা, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জরীপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৩০৫২৪; ই-মেইল ee.sir@dphe.gov.bd.

৬) জনাব খন্দকার এ এইচ মাহমুদ, প্রোগ্রামার, জি আই এস ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
ফোন ০২-৫৮৩১৩৮৯৬; ইমেইল postbox0191@yahoo.com

প্রকাশনায়
জরিপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।